প্রথম সংস্করণ
ফেব্রুয়ারী, ১৯৬২

প্রকাশক

ফজলে রাব্বী
পরিচালক
প্রকাশন-মুদ্রণ ও বিক্রয় বিভাগ
বাংলা একাডেমী, ঢাকা

মুদ্রণ

এম. আলম
ইডেন প্রেস
৪২/এ, হাটখোলা রোড
ঢাকা

সূচীপত্র

ভূমিকা

ভাওয়াইয়া গান রংপুর, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি প্রভৃতি অঞ্চলের নিজস্ব সঙ্গীত। এ অঞ্চলের মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সুখ-দুঃখ ও আনন্দ এ গানের কথা কিংবা ভাব ও সুরে একাত্ম হয়ে আছে। রংপুর, কোচবিহার, জলপাই-গুড়ির লোকসঙ্গীত বলতে প্রথমে বোঝায় ভাওয়াইয়া গান, এ ছাড়া অন্যান্য—পালাগান, মালসী গান, খেমটা গান ইত্যাদি ঠিক গৌণ না হলেও তার প্রভাব তেমন গভীর স্পর্শসহ নয়। আঞ্চলিক সঙ্গীতগুলোর মধ্যে যে বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা গেছে তা হল সেখানকার লোকমানসের প্রতি মুহূর্তের আশা-নিরাশার দ্বন্দ্ব, আনন্দ ও সুখের কামনা, হতাশা ও বেদনার আর্তনাদ এবং দৈনন্দিন জীবনের অনুভূতি ও চিত্রাবলী। ভাওয়াইয়া গানের মধ্যেও এটা লক্ষ্য করার মতো। ভাওয়াইয়া গান রংপুর, কোচবিহার ও জলপাইগুড়ির মাটির গান, মাঠের গান, নদীর গান, ফসল ক্ষেতের গান, লৌকিক প্রেম-বিরহের গান, দীর্ঘ পথের গান, এখানকার মানুষের জীবন নিরন্তর সেখানে মহিমান্বিত। মানুষের জীবন স্রোতের মতো কোথাও তার গতি বন্ধুর কিংবা উপল ব্যথিত, কোথাও আবার শান্ত-নিস্তরঙ্গ কিংবা আনন্দ-চাঞ্চল্যেমুখর। এ গান সেখানে সত্য এ জীবন সেখানে এ গানের স্পর্শে সঞ্জীবিত স্বাভাবিকভাবে সে গানের আবেদন মুহূর্তকে অবলম্বন করে চিরন্তন হয়ে যায়, বস্তুকে নির্ভর করে তা নির্বস্তুক ভাবসমৃদ্ধ, কায়াকে আশ্রয় করে তা বিদেহী। রংপুরের ভাওয়াইয়া গানের মধ্যে এমন এক আবেদন, লোকমানসের এমন উত্তাপ অনুভব করা গেছে যার ফলে কথা, চিত্র ও সুর ইত্যাদির সমন্বয়ে আশ্চর্য একটি সৌন্দর্যের জগৎ সৃষ্টি হয়েছে। কৃষক যখন ক্ষেতে কাজ করে এ গানের সুরে সে হৃদয়ের নীরব প্রার্থনা অনুভব করে, দীর্ঘ আঁকাবাঁকা পথ ধরে গাড়ী ও মানুষের কাফেলা যখন যায় তারা এ গানের মধ্যে রুদ্ধ হৃদয়কে উন্মুক্ত করে দেয়, গৃহের দাওয়ায় বসে কর্মহীন অবসরভরে ওঠে এ গানের কথা ও সুরে, তার আশ্চর্য সঙ্গীতের মোহে।

ভাওয়াইয়া গানের কথা এবং সুরের অন্তরালে মানব-হৃদয়ের অনুভূতি যেমন বিচিত্র, কথা এবং চিত্রও তেমনি বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ। মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত কিংবা একটি সূর্যোদয় থেকে পরবর্তী আর একটি সূর্যোদয় পর্যন্ত জীবনযাত্রা অথবা সীমাহীন অনুভবের আয়তনে যত কথা আছে, যত সুর আছে, যত গান আছে ভাওয়াইয়া গানের অবয়বে তার সব কিছু ধরা পড়েছে। তবু ভাওয়াইয়া গান প্রধানতঃ প্রেমমূলক, প্রকৃত বিরহ কিংবা

বিরহের অনুভব যার অনিবার্য পরিণতি। অন্য অর্থে ভাওয়াইয়া গান বিরহসঙ্গীত, প্রেম যার আরম্ভ এবং প্রেম যার গন্তব্য। প্রেমের কেন্দ্র হল নারী, তাকে অবলম্বন করে এ প্রেম অম্লান ও চিরন্তন হয়েছে। "নারীমনের নৈরাশ্যের ভাব অবলম্বন করিয়াই প্রধানতঃ ভাওয়াইয়া গান রচিত হয়। ইহার সুরের মধ্যে একটা মাদকতা আছে। দ্বিপ্রহরের নির্জনতা কিংবা নিশীথের স্তব্ধতার ভিতর হইতে একটি মর্মভেদী বেদনার সুর ইহাতে উত্থিত হইয়া যেন আকাশ-বাতাস আচ্ছন্ন করিয়া দেয়, তাহাতে শ্রোতার মন সহজেই অভিভূত হইয়া যায়। ভাওয়াইয়া গানের প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহা প্রেম সঙ্গীত হওয়া সত্ত্বেও ইহার মধ্যে রাধাকৃষ্ণের প্রসঙ্গ আজিও প্রবেশলাভ করে নাই, ব্যক্তি হৃদয়ের একান্ত অনুভূতি ইহার আশ্রয় বলিয়া বহির্জগতের ধূলাবালি ইহার মধ্যে উড়িয়া আসিয়া পড়িতে পারে নাই[১]।"

ভাওয়াইয়া গানের বিষয়বস্তু নরনারীর প্রেম ও বিরহ। মানুষ এখানে রক্তমাংসে গড়া, দৈনন্দিন জীবনের সুখ-দুঃখ ও আশা-নিরাশার দ্বন্দ্বে তাদের চিত্ত নিরন্তর আন্দোলিত। সেজন্য যে প্রেম ও বিরহ এর মূল সুর তা একান্তই লৌকিক জীবনআশ্রয়ী; মানুষ অতিমানব নয়, তার জীবন কখনো অনাবশ্যক আদর্শায়িত হয়নি। এ প্রেম এখানে সত্য, এ জীবন এখানে সত্য, এ জীবনের অসংখ্য ক্ষুদ্রতা, তুচ্ছতা ও মালিন্য সমানভাবে সত্য। মানুষ একে অবলম্বন করে বেঁচে আছে; অন্যদিকে এ ক্ষুদ্রতা, তুচ্ছতা তার জীবনকে স্বাভাবিক এবং সুন্দরের সত্যে উজ্জ্বল করে তুলেছে। এ গানের আদর্শ হল লোকায়ত, অবলম্বন হল মানব জীবন এবং অনুভব হল অশ্রুমুখী প্রেম ও বিরহ। এ গানের মধ্য দিয়ে লোকমানসের ব্যক্তিত্ব তাই প্রকৃতির আলো বাতাসের মত সহজ, কোন নিয়ম-আচারের মধ্যে তাকে সীমিত বা খর্ব করা হয়নি। ...."ইহার মধ্য দিয়া প্রধানতঃ প্রেম স্পর্শকাতর নারী মনের প্রচ্ছন্ন বেদনার ভাবই অভিব্যক্তি লাভ করিয়া থাকে। ইহার প্রধান সুর বিরহ কিংবা অতৃপ্তির সুর। ....বিরহই প্রেমের সর্বোত্তম অংশ সেই জন্য ভাওয়াইয়া গানের মধ্যে বিরহ ও অতৃপ্তির যে মর্মভেদী দীর্ঘনিঃশ্বাস শুনিতে পাওয়া যায় তাহাই ইহাকে এক অনবদ্য বেদনা-মধুর রসরূপ দিয়াছে[২]।" আগেই বলেছি, ভাওয়াইয়া গান প্রধানতঃ প্রেম সঙ্গীত, তবে কিছু আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যের কারণে একে আঞ্চলিক সঙ্গীত মনে করা যেতে পারে। কেননা বাংলাদেশের লোক সঙ্গীতের মধ্যে প্রেম বিষয়ক সঙ্গীত বলতে ভাওয়াইয়া ছাড়া আরো অন্যান্য গান আছে।

---

১. বাংলার লোকসাহিত্য—ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য, পৃষ্ঠা—২২০।

২. ঐ ... ... ঐ ... ... পৃষ্ঠা—২১৭।

সেজন্য প্রেম ও বিরহ উপজীব্য হলেও যে বৈশিষ্ট্য ভাওয়াইয়া ছাড়া অন্য কোন সঙ্গীতের মধ্যে নেই সে কারণে একে আঞ্চলিক সঙ্গীত বলাই সঙ্গত।

কণ্ঠশিল্পী আব্বাসউদ্দীন এবং অন্যান্য পল্লীসঙ্গীত প্রেমিকের ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ফলে ভাওয়াইয়া গান শিক্ষিত এবং নাগরিক সমাজের আদর লাভ করতে সমর্থ হয়েছে। এ গানের শিল্পগত দিক থেকে আব্বাসউদ্দীন নতুন জীবনের সূচনা করেছেন, এর আগে পর্যন্ত এটা লোকচক্ষুর প্রায় অগোচরে ছিল। লোক সঙ্গীতের চর্চা কিংবা অনুশীলন দেশের ঐতিহ্যের সঙ্গে কিংবা সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের সঙ্গে কি ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত হতে পারে, শিল্পীর সাধনার মধ্য দিয়ে এবং বাংলার সঙ্গীতজগতে বর্তমানে ভাওয়াইয়া গানের স্থান দেখে আমরা সেটা অনুভব করতে পারি।

আব্বাসউদ্দীন এ সুরের স্রষ্টা নন, আমাদের সুরে ঐতিহ্যের সঙ্গে তিনি একে নির্মাণ করে নিয়েছেন। বলাবাহুল্য, ভাওয়াইয়া গান এখন আমাদের নাগরিক সমাজে আদৌ অপাংক্তেয় কিংবা কম আদরণীয় নয়। আব্বাসউদ্দীনের উত্তাধিকারে আরো অনেকে—তাঁর কন্যা ফেরদৌসী রহমান, পুত্র মোস্তফা জামান আব্বাসী, ভ্রাতুষ্পুত্রী নোখসানা কবির, রংপুরের হরলাল রায়, তার পুত্র রথীন্দ্র রায়, নীনা হামিদ প্রমুখ শিল্পীর ঐকান্তিক সাধনায় ভাওয়াইয়া গানের মর্যাদা আরো অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। আব্বাসউদ্দীন প্রমুখ শিল্পী ভাওয়াইয়া গান অনেক সংগ্রহ করেছেন, এগুলোর সুর রেকর্ডে গৃহীত হয়েছে কিংবা ক্ষেত্রবিশেষে মুদ্রিত হয়েছে। আমাদের বর্তমান সংকলনের মধ্যে যে গানগুলো অন্তর্ভুক্ত হয়েছে একাডেমীর নিয়োজিত লোকসাহিত্য সংগ্রাহক জনাব এস. এম. সামীয়ুল ইসলাম রংপুরের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে তা সংগ্রহ করেছেন। যতদূর জানা গেছে এগুলো পূর্বে কখনো সংগৃহীত হয়ে মুদ্রিত হয়নি কিংবা রেকর্ডে গৃহীত হয়নি। পূর্বে মুদ্রিত কিংবা রেকর্ডের গান বর্তমান সংকলনের মধ্য থেকে বাদ দেবার জন্য সম্ভাব্য সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে। এ সত্ত্বেও ভুলবশতঃ কোন গান এখানে অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেলে সেজন্য আমরা বিশেষ দুঃখিত। এখানে প্রকাশিত ভাওয়াইয়া গানগুলো কারো যদি লোকসঙ্গীত, বিশেষ করে ভাওয়াইয়া গান সম্পর্কে কৌতূহল সৃষ্টি করতে পারে তাহলে আমি আমার শ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করব।

প্রথম চরণের সূচী

রংপুর

সংগ্রাহক পরিচিতি ঃ

রংপুব থেকে সংগৃহীত এ ভাওযাইয়া গানগুলো সংগ্রহ কবেছেন বাংলা একাডেমীর নিয়োজিত লোক-সাহিত্য সংগ্রাহক জনাব এস. এম. সামীমুল ইসলাম। তাঁব ঠিকানা :--গ্রাম ও ডাকঘর—বেলকা, মহকুমা--গাইবান্ধা, জেলা--বংপুর। বিভিন্ন সময়ে তিনি গানগুলি যাঁদের কাছ থেকে সংগ্রহ কবেছেন তাঁদেব পবিচিতি গ্রন্থেব শেষাংশে দেয়া হল।

ভাওয়াইয়া গান

॥ ১ ॥

অফুলা শিমুলার তলে
যুব্বা নারী বাবা বানে
গাও[১] বয়া পড়ে নারীর ঘাম।

কোন জন দরদী হবে
গাওয়ের ঘাম মোচেয়া[২] দিবে
সোনা মুকের মোর তুলিয়া দিবে পান।

বাড়ীর ওন্তোর পাকে
শা চন্দোন বৃক্কের গাছ্ আছে
তাতে দিচে জোড়রা কুকিলার ভাসা।

কোন জন দরদী হবে
কুকিলের বাচ্চা পাড়িয়া দিবে
সেই হইবে মোর পরো কালের বান্দোর।

তুলার বালিশটা বুকেক নিয়া
নুই নারীটা থাকো[৩] শুতিয়া
দারুণ চকেক মোর নিঁদ-না যে ধরে
যত সকিন্না জল আনিতে চলে
সবার কাঙ্কে কলোস তোলে
মুই নারীটা অভাগিনী, পতি নাই মোর ঘরে
পতি বিনে কলসের শোবা কাঁই দেইক্‌পে মোরে।

॥ ২ ॥

আলপো বয়সের সকিন চেংড়ি
পৈঁদনোতে[৪] পাটের শাড়ি
সইত্য করি কও চেংড়ি
কোন দ্যাশে তোর বাড়ী

১ গা বয়ে, ২ মুছিয়া, ৩ থাকি, ৪ পরনে।

বাড়ী হইলো মোর কুপতোলা
বাপের নাম আমভোলা।
মার নাম হইল অদোম চেংড়ি
মোর নাম ফুলমালা।
সকিন চেংড়িটার বিয়ার আলাপন,
মোনে মোনে ভাবে চেংড়ি
ভাতার[১] বা ক্যামোন।
ভাতার যদি মোর না হয় অসিয়া
সকিন চ্যাংড়াটাক কইম[২] ডাকদিয়া,
অই পাড়ার অসিয়ার সাতে যাইম বাইর হয়া।।

সকিন চেংড়িটার গুয়া পান[৩] কাটে
সকিন চ্যাংড়াটার পরান ফাটে
অই চেংড়িটার সাতে দাদা
বিয়া দে মোরে।।

ক্যানরে অবোদ মোন তুই
আসিয়া হলু।
ছাই কোলের মোতোন কইন্যা
আগ[৪] দিয়া গেলু।
চড়োক[৫] পড়ার মোতন কইন্যা
মাতাত্ ডাং দিলু।
শোনেক সাঁই মোরে কতা
জলে ভাসা ছাপোন[৬] দিয়া
ঘসেক মাতা,
শনিবারের আইতে চেংড়ি
চল্ বাহির হয়া।
চলেক যাই পাংকার ম্যালা
পাংকার ম্যালাত্ চুড্ডার[৭] পালা,
পইসার মজা মারিয়া নিলে
পচিচমা[৮] মায়া।।

১ স্বামী, ২ বলা, ৩ বিবাহের কথা পাকাপোক্ত করার জন্য যে অনুষ্ঠান, ৪ সম্মুখ দিয়ে, ৫ বিজলী পড়লে যেরূপ অবস্থা হয়, ৬ সাবান, ৭ গুণ্ডাদের আনাগোনা, ৮ পশ্চিমাদের মেয়ে।

বাড়ী হইলো মোর কুপতোলা
বাপের নাম আমভোলা
মার নাম হইলো অদোম চেংড়ি
মোর নাম ফুলমালা ।।

।। ৩ ।।

অসিক বন্‌দুরে—
পরের জন্নে কাঁদচে আমার মোন।
পরের জন্নে পবোকাল হারাইলাম,
তবু পরের মোন না পাইলাম ....
যায় বুঝি জেবোন।
অসিক বন্‌দুরে
পরের জন্নে কাঁদচে আমার মোন।
কি করিতে কি করিলাম
সুদা বুলি বিষ খাইলাম
আজি যায় বুজি জেবোন।
অসিক বনদুরে
পরের জন্নে কাঁদচে আমার মোন।

।। ৪ ।।

আইজ আতৃরি অহ[১] অহ
বনদু কাইল হইবে
সকাল ব্যালা,
যাওরে কালা .... ।।
পিরিত কত্তে আসচোঁ বনদু
হাতোত্ নাই তোর
ট্যাকা পইসা
যাওরে কালা ....
তিসতা নদীর বাকে বাকে
কতো ভাসিয়া যায় রে
শাল পাতা
যাওরে কালা ।।

১ রহ রহ।

সেইনা পাতায় ন্যাকা আচে
কতো অসিয়া বনদুর
নাম ন্যাকা, যাওরে কালা !!

তোর কালার পিরিতি বন্দু,
কাইল হইবে দোপোর ব্যালা
যাওরে কালা ....।

॥ ৫ ॥

আইজ নাতে[১]
কাইল[২] কাইল
দিন গ্যালো
মোর নাইওরে,
চ্যাংড়া বন্দু
মইলো[৩] হুতাশে ॥

কাইল যাইম
বামোনের হাট
চরোক[৪] দ্যাকিতে
পাও ধরোঁ তোর
সোনা বন্দু
নলোক্[৫] বানেয়া দে ॥

॥ ৬ ॥

আইতে[৬] আইসো আইতে যাও
নোকে বলে চোরা
বাইব হয়া কও কতা
ফিরি যাই আমোরা রে
কন্যা পাগল কল্লে তুই।
ওরে একে তো ভ্যাকের[৭] ঘাটা
পায় হইয়াছে ঘাও
আইজকা যদিল না দ্যাও দ্যাকা

১ অথবা, ২ কাল, ৩ অনুশোচনায় মরা, ৪ হিন্দুদের এক প্রকার পূজা, ৫ নোলক,
৬ রাত্রিতে আস, ৭ কর্দমাক্ত রাস্তা।

তুই ধরমের মাও রে
কইন্যা পাগল কল্লে তুই।

ওরে সে কতা সুনিয়া কইন্যা
বাড়েয়া দিলে পাও
জলের ঝারি হস্তে নিয়া
কদোম তলায় যায় রে
কইন্যা পাগল কল্লে তুই।

কদোম তলায় যায়া কইন্যা
গড়ায়ে দিলে গাও,
কত খিদা নাগচে বনদু
ওদোব[১] ভরিযা খাও রে
কইন্যা পাগল কল্লে তুই।

না খামোঁ না খামোঁ কইন্যা
ফিবিযা যামোঁ বাড়ী
তোমাব মোত কত সোন্দবী
আচে হামাব বাড়ী রে
কইন্যা পাগল কল্লে তুই।

আইসপার[২] কইনোঁ[৩]
সকাল ব্যালায়
আইস্তে আইস্তে
আইলেন[৪] আদায়োত্
পিচলিয়া পইলেন বনুদু
কচুর পাগারোত্[৬]।

আইসপার কইনোঁ
দোপোব[৭] ব্যালা,

১ পেট, ২ আসতে, ৩ বললেম, ৪ আসলেন ৫ অন্ধকাবে, ৬ কচুর পুকুরে,
৭ দপব বেলা।

আইস্‌তে আইস্‌তে
কল্লেন[১] নিশি ভোর।
ক্যানে বন্‌দু ধন
এতোই গৈরব তোর ।।

।। ৮ ।।

আজার হস্‌তি হইলো বন্দি
নোঁয়ার জিন্‌জির দিয়া
মুই নারীটা হইচোঁ বন্ধি
মাতার কিড়া দিয়ারে ।।

আষাঢ় শাওন[২] মাসে
পাকী গাচে ভাষা করে
অই মোত যুব্বা নারী
পর পুরুষের আশা করে রে ।।

কাঁকড়ার বসোন্ত কালে
কাঁকড়ায় ঠেলিয়া তোলে মাটি
নারীরো বসোন্ত কালে
পুরুষ গালার কাটিরে ।।

কলার বসোন্ত কালে
কলার ছাড়ে থেকা[৩]
নারীর বসোন্ত কালে
ঝাড়িয়া বান্ধে খোপারে ।।

।। ৯ ।।

আজি বনদুরে তোর ঠাণ্ডা কতা
ভাল লাগে না।
বনদুরে গাট পিরান গাযে
বনদুর পয়সা নাই হাতে
পরার নারী দেইক্‌লে[৪] বন্‌দুর
মোন ক্যামন করে।
আজি বনদুরে তোর ঠাণ্ডা কতা
ভালো লাগে না

১ করলে, ২ শ্রাবণ, ৩ চাবা, ৪ দেখলে।

বনদুব চাবী কমবে
পবাব বাস্‌কো দেইক্‌লে বন্‌দুব
মোন ক্যামন কবে।
এবাব নউতোন[১] ছোলজাব
কানেব পিষ্টে পেন্তল আইকে
নাম বাডাব ঢোল্‌জাব
আজি বনদুবে তোব ঠাণ্ডা কতা
ভালো লাগে না।
এবাব নউতোন ছোলদাব
কানেব পিষ্টে কল্‌ম আইকে
নাম বাডাব সবকাব
বনদুবে তোব ঠাণ্ডা কতা
ভালো লাগে না।
পিবিত ভাংগিলেন চেংডা মুকেব কতাতে
কাব পিবিতিব আশায় ছাডিলু চ্যাংডা
কি বুজাওঁ[২] তোবে
চ্যাল[৩] ভাংবাব গেইচোঁ মুই
সেটেই ও না গেচিস তুই
কতো অংগেব আলাপ কবি
আইলোত[৪] বসিযা
জলেব ঘাটোত্[৫] গেইচোঁ[৬] মুই
সেটেই[৭] ওনা গেচিস তুই
কতো অংগেব আলাপ কবি
ঘাটোত্ বসিযা।

॥ ১০ ॥

আদেব কাপোড কানাইব বাশি
থুইযা[৮] একান্তব
গাও ধুবাব নামিলেন আদে
ঢবো ববেব পব।

---

১ নূতন, ২ কি বুঝাই, ৩ চিল ভাংতে, ৪ ক্ষেতের আলে, ৫ ঘাটে, ৬ গিযেছি, ৭ সেখানে, ৮ এক সঙ্গে বেখে।

কাপোড় আচে বাশি নাই
মামি বাশি নিলো কে ?
তুমি নাকি নিচেন বাশি
কনতো[১] আমারে !
বাসের মইদে থাকরে ভাগিনা
বাশের কিবা দুক
অষটো আংগুল বাশের জন্নে
কালো করিচো মুক ।
আমার বাড়িত যাইয়ো ভাগিনা
আমার বাড়ীত যাইয়ো
তোমার মামায় গাড়চে বাশ
আগাল কাটিয়া নিয়ো ।
বাশ নিয়া গ্যালো কানাই
ভানু কামাড়ের বাড়ী ।
শোনেক শোনেক ভানু কামার
তোক যেন বলো ভাল
সাত ফোড় তিন বান্দোন
দিবার নাকি পাবো ?
সকাল করি দেও বাশি
মাঝে আদাক ভোলাইতে ।
কাকোত্ কলসী আগে হাটে
ওটা মামী নাকি ।
আর কয়টা ফুল তুলিয়া
দে তোর চালুয়া খোপাতে ।
মামী মোর ফুল বরোন সাজে !!

কদোম গাচে চড়িয়া কানাই
বাশিত্ মারে ফুক্ ।
ঘরে থাকি আদিকা নারী
শোনে বাশির ফুক ।
একে তো বাশের বাশি
সাত খ্যান তার ফোড়

---

১ বল তো ।

এ্যামোন করিয়া বাজায় বাঁশি
নাম ধরি ডাকায় মোব।

এপার হাতে বাজায় বাঁশি
ওপার হাতে ধায়
বাঁশি কতায় কতা কয়!

মাতার বেণী বদোল দেমোঁ[1]
আমায় দেখা দেও।

সকোল সকী জলোত্ যায় মা
সগ্গইব[2] নাকে সোনা
গাও ধুবার যাঁমো[3] অই মা
দ্যাকিতে যমুনা।

আমরা গুলা গেইলে জলে মা
দুই চাইব কতা বলে
তুই আদিকা গেইলে জলে
য্যামোন বাগে ছাগোল ধরে।

তোরে জয়ে দিচোঁ[4] বউ মা
আইগ[5]নাতে চুয়া[6]
সেই চুয়াতে গাও ধুইয়া মা
ঘরে থাকো শুতিয়া।

চুয়ার কতা কইলেন শাউড়ী মা
চুয়ার পানি ঘোলা
সেই চুয়াতে গাও ধুইলে মা
বরোন হইবে কালা।

তোরে জয়ে[7] দিচি বউ মা
ডিগি ছরো বরো
সেই খ্যান হাতে আনো পানি
কলসী দশো বারো।

১ দেব, ২ সকলের, ৩ যাব, ৪ দিয়েছি, ৫ আঙ্গিনাতে, ৬ কুয়া, ৭ তোর জন্য।

কলসী ওপোত
কলসী ঘোপোত মা
কলসী না হয় তল
পদ্মার মাতায় ঘিগি নিচে না
কাউযায়[1] না খায় জল ।।

জল আইন্‌তে
যাবো শউড়ী মা
ছুরো বরের পরে
খালী কলসী পড়ি আচে
কাঁহি জল আনিবে!

জলোত খাবার আছে
পায়না কোনো ছল
ভাংগা বেড়া দিয়া
ঢালিয়া ফ্যালান
ভরা কলসীর জল।

কদোম খাবার যাবো শউর্ড়ী মা
অইনা কদম তলে
কদোম খাবার বড়ো সাদ
আমার দেলোতে!

শোন শোন ওগো বউ না
বলি যে তোমারে
কদোম গাচে নাইগো কদোম
ছাওয়ায় খেলা করে।

ননদীর ব্যাটা চেকোন আরো কালা
ওঁ তাঁই বাশির সুরে গান করে।
না যাইয়ো যমুনার জলে।

যবুনারো জলোত্‌ যাইতে সই
হ্যাটা[2] উচা মাটি সই
না যাইয়ো যবুনার জলে।

১ কাকে, ২ অসমতল।

নন্দীর ব্যাটা ছাওয়াল কানাই
আছে ঘাটার মাজে
পাইলে তোমার দ্যাকা
না ছাড়িবে তোরে।
না যাইয়ো যমুনার জলে ॥

॥ ১১ ॥

আমার সুখ নাইরে
দুখ পরাণের বাঁ[illegible]
দশ [illegible] খ্যান করিয়া বিয়া
দ্যাশে দ্যাশে ঘরি
আমার সুখ নাইরে।

পোত্তে করিলাম বিয়া
কামার [illegible] ভাটি
হায় হায় কামার ভানির ভাটি;
সেই বউটা আসিয়া আমার
ঘর করিল না মাটি।

আমার সুখ নাইরে .. ..
তারপরে করিলাম বিয়া
তিসতা নদীর পাড়ে,
হায় হায় তিসতা নদীর পাড়ে,
সেই বউটা আসিয়া আমার
চাইর খ্যান খাড়ি কাড়ে
আমার সুখ নাইরে।

তারপরে করিলাম বিয়া
মোহনগঞ্জের ধারে
হায় হায় মোহনগঞ্জের ধারে
সেই বউটা আসিয়া আমার
গলা টিপি ধরে।
আমার সুখ নাইরে।

॥ ১২ ॥

আমি নউতোন[১] বউয়ের কতা
বইলমোঁ[২] কারে।

আঁদোন[৩] খায়া জামাই
যায়না ঘুরে;
আমি নউতোন বউয়ের কতা
বইলমোঁ কারে॥

আনিয়া দিনু খইলসা পুটি
তাতে কুটিয়া দিলে কাটলের ঘুটলি[৪]
এ্যাক কমোর জল ঢালিয়া দিচে
খাবার সোমে[৫] মজা ধরে।
আমি নউতোন বউয়ের কতা
বইলমোঁ কারে॥

আনিয়া দিনু উই[৬] মাচের মাতা
তাতে কুটিয়া দিলে নাউয়ের[৭] পাতা
শইরষার ত্যাল ছাড়িয়া
এ্যাড়ির ত্যাল ঢালিয়া দিচে,
খাবার সোমে মজা ধরে।
আমি নউতোন বউয়ের কতা
বইলমোঁ কারে॥

সকালে দিচে আদাকুটা[৮]
তাতে দিচে চ্যাংটা মুটা
এ্যাক চাড়ি পানি দিয়া
ভিজিয়া থুইচে[৯]
আমি নউতোন বউয়েব কতা
বইলমোঁ কারে॥

---

১ নুতন, ২ বলিব, ৩ রান্না, ৪ কাঁঠালের বিচি, ৫ সময়, ৬ রুইমাছ, ৭ লাউয়ের ডগা, ৮ চাউলের নাস্তা, ৯ রাখিয়াছে, রেখেছি।

আনিয়া দিনু মুলার পাতা
তাতে দিচে ব্যাঙের মাতা
চুপ করিয়া খায় জামাই
কয়না কারে।

আমি নউতোন বউয়ের কতা
বইলমোঁ কারে॥

॥ ১৩ ॥

আরা বা ডোং ডোং
পারা বা ডোং ডোং
ভোং ভোংগা পা᾿ার নোক
হোং হোংগার[১] বেটিক বিয়া করিয়ো
শোং শোংগা[২] কবিল নোক।

কচুশাগ কচুশাগ কচুশাগ মাতি
কচুশাগ তুলিতে ভাংগিলো বাতি,
মাঁই রে মাঁই কি দিয়া কুটিম
নাগেরি কচুরে মাঁইনজ[৩]।

জামাই আইলচে তার খাবার নাই
নেম্প[৪] নাগেয়া তোলোঁ কচুর মাঁইনজ
মাঁইরে মাঁই
কি দিয়া খিলাইম[৫] জামাইক
ভাতার[৬] বাড়ীত নাই।

॥ ১৪ ॥

আশা দিয়া সকিন চেংড়িটা
ভাসাইলেন গংগার জলে,
ইয়ার বিচের কইবরে এশ্শোরে[৭]॥

---

১ যাহার কিছুই নেই, ২ সব শেষ করলে, ৩ কচি কচি ডগা, ৪ বাতি জ্বালাইয়া, ৫ খাওয়াবো ৬ স্বামী, ৭ ঈশ্বর।

তারিখ দিয়া সকিন চেংড়িটা
বসিয়া থাকোঁ[১] গাচ তলে
সারা আইতে মোক মশায় কানড়াইচে।
ওরে চকিদার হাকে চেংড়িটা
ককোন বেন ধরে মোক্‌,
তোর ছোট জায়ে মোক মাচ ফ্যালে দিচে ॥
আঁদারি[২] আইতে সকিন চেংড়িটা
বসিয়া থাক গাচ তলে,
তোর সোয়ামী মোর গাওযোত মাগরা[৩] দিয়াচে।
ওরে তোর কভাতে সকিন চেংড়িটা
বসিয়া অনু চুয়ার পাড়োতে,
তোব ননোদি মোর গাত মুতিচে[৪] ॥
খোরের[৫] পাড়োত্‌ বাক্স কচু
সারা আইতে মশা বোন বোন করে।
সারা আইতে ব্যাঙে মোর গাত মুতিচে ॥
থাকো থাকো পানের বন্‌দু
থাকো পরান বান্দিয়া,
এ্যাকদিনে মোনের আশা দেইম পুনা করিয়া ॥
যিদিন পানিয়া মরা
না থাইকলে[৬] বাড়ীতে
সেইদিন আসিয়া বন্‌দু মোর শোতেন[৭] বোগোলে[৮]।

॥ ১৫ ॥

আহা রে মোনের আশা
দুই জোনে বান্দিলাম বাসা
কিরে মজার দক্কিনারে হাওয়ার হাওয়া
একলার গাছ্‌ কাটিয়ারে
এনা ভুরা[৯] বানেয়া রে
যামোঁ হামরা সোনা বন্‌দুর বাড়ী ॥

---

১ থাকি, ২ অন্ধকার, ৩ থুথু দিয়াছে, ৪ পেশাব, ৫ ওযাডেব ধারে, ৬ না থাকবে, ৭ শোবেন, ৮ নিকটে, ৯ কলাগাছে নির্মিত ভেলা।

গান কয়া ভুরা বয়া
যাইমোঁ[১] নদীর বাকে রে
যামোঁ হামরা অইনা বনদুর বাড়ী ॥

মোনের হাউসে বান্দিলাম খোপারে
আউলাইল বাতাসে।

দ্যাকিলে সোনা বনদু
জাগিবে আমার সনেরে
যামোঁ আমরা অইনা বন্দুর দ্যাশে ॥

॥ ১৬ ॥

উগলা[২] কতা কন[৩] না
নেবা[৪] আগুন মোর জ্বলান না
বিয়ার ভাতার[৫] গেইচে মরিয়া।

উগলা কতা কইলে পরে
দুই নয়নের জল ঝোরে
মোনের আগুন মোর ওটে জ্বলিয়া।

বিয়ার আইতে[৬] পান পতি
সেইদিন মোকে গেইচে ছাড়ি
এ্যাকলা ঘরে থাকোঁ[৭] পড়িয়া।

বাপো মাও নিদয়া
ট্যাকার নোবে দিচে বিয়া
অবোদ একটা পাগলকে ধরিয়া।

আশ পরশি গেরামবাসী
সগলে দ্যাকে মোর দিকি
কার সাতে মুই যাঁওরে বারেয়া[৮]।

নিরেনি[৯] ছাড়িয়া রে
চল পুতরা[১০] বারেয়া যাইরে।

১ যাব, ২ ও সমস্ত কথা, ৩ বলেন না, ৪ নিভা, ৫ স্বামী, ৬ রাত্রিতে, ৭ থাকি, ৮ বের হয়ে, ৯ ভুঁইয়ের আগাছা পরিস্কারের কাজ, ১০ একটি আত্মীয় সম্পর্ক।

মাচের মদ্দে হইলো ধুতরা
সাগাইর মদ্দে হইলো পুতর‍্যা
ক্যামোন করি থাকিস মাওই তুই
বুড়া তাওইটাক্ ধরিয়া।

॥ ১৭ ॥

এ্যাকটা কই মাছ ভাজিয়া
ঝগড়া করে মাউগে[১] ভাতারে
চালিত্ বসিয়া
চ্যাংড়াটা ঘরোত কি করে
চ্যাংড়াটা ঘরোত কি করে
একমুট চাউল ভাজার জন্নে
চ্যোংড়াটা গায়ার[২] পাও ধরে।

॥ ১৮ ॥

এ পারে গাও ধোয় গোয়ালের নারী
ও পারে বইদো আচে চায়া,
না পাবু না খাবুরে বইদোব
না পুরিবে তোর আশা
ওরে বইদো মিচায় আচিস্ তুই চায়া।

কি করে তোর উপে হে কইন্যা
কি করে তোর ক্যাশে
ওহে কইন্যা পাগোল করিলে মোক
তোর কালো মুকের হাসি রে।

কালো নদীত্ কুমীরের ভয়
মানুষ গরু ধরিয়া খায়
ওহে কইন্যা,
এই দরিয়া ক্যামনে হবো পার।

১ স্বামী-স্ত্রীতে, ২ স্ত্রীর।

॥ ১৯ ॥

এ্যাকেতো ছয়ফ্যাস[1] গুজরান[2]
বুড়া শাশোড়ি,
ঘরের ননোদির জ্বালায়
হাট খোলায় বাড়ী।

বাইবা বাড়ীত থাকিয়া বন্‌দু
ইশারা করেন কি
কোলের ছাওয়ার জন্নে বন্‌দু
বারবার না পারি।

গোসা হন না সোনার বন্‌দু
ফিরি যাও বাড়ী।

এ্যাকেতো ছয়ফ্যাস গুজরান
বুড়া শাশোড়ি
ঘরের ননোদির জ্বালায়
হাট খোলায় বাড়ী!!

এ্যাকে তো দোতরার ডাং
মোন হইল মোর উচাটন,
পানিয়া মরা আছে ঘরোতে
ক্যামোন করি হমো দ্যাকা
বন্‌দুর সাতে!!

নিন্দের আলিশে হাত পড়ে বালিশে
নিশা আইতে ওহে পতি
ডাকাই তোমাকে!
অসিয়া[3] বন্‌দু আঁইলচে[4] পতি
ঘরের পাচোতে[5]।

এ্যাকেতো ছয়ফ্যাস গুজরান
বুড়া শাশোরি,
ঘরের ননোদির জ্বালায়
হাট খোলায় বাড়ী॥

১ অভাবি, ২ সংসার, ৩ রসিয়া, ৪ এসেছে, ৫ পিছনে।

॥ ২০ ॥

এত আইতে বাকিলু
মোর মুরুগা রে।

বাকিলু তো বাকিলু
নিন্দের বন্দুক জাগালু
আইত পোয়াইলে
গালাত[১] দেইম তোর ছুরি রে,
এ্যাত আইতে বাকুলু
মোর মুরুগারে॥

তুই মুরগা মোর
পালের সোবা,
ও মোর মুরুগা রে॥

মসলা দেইম মুই
বারো জাত্
আরো দেইম মুই
ত্যাজপাত[২]
আরো দেইম মুই
গুল মরিচের গুড়া
ও মোর মুরগা রে॥

॥ ২১ ॥

ওকি কাগা রে কাগা
যকোন মাও মোর আনাজকোটে[৩]
না দ্যান পতরো[৪] কাগা
মায়ের আগে,
মাইরবে মাও মোর
গলায় কাটারি[৫] দিয়া।

যকোন মাও মোর
আন্দোন[৬] আঁদে

১ গলায়, ২ তেজপাত, ৩ তরকারী কোটে, ৪ পত্র, ৫ অস্ত্রধারা, ৬ রান্না রাঁধে।

না দ্যান পতরো কাগা
মায়ের[১] আগে,
মইরবে মাও মোর
আগুনোত্[২] ঝাপ দিয়া ॥

যকোন মাও মোর জলোত্[৩] যায়
না দ্যান পতরো কাগা
মায়ের আগে,
মইরবে মাও মোর
দরিয়ায়[৪] ঝাপো দিয়া রে ॥

যকোন মাও মোর
বিচনায়[৫] শোঁতে
দ্যান পতরো কাগা মায়ের আগে
পইড়বে মাও মোর
বিচনাত্[৬] শুতিয়া ॥

॥ ২২ ॥

ওকি কানাইরে—
কোন সাইতে[৭] বাড়াইলাম পাও
খেওয়া ঘাটোত কানাই
নাই নাও রে—
খেওনিক খাইচে, এই অরোণের[৮] বাগেরে
সোনদোর কানাইরে ॥

ও কি কানাইরে—
পুবালি পচ্চিয়া বায়
জোড় বাদাম কানাই
তুলিয়া দেও রে।
গহীন ধারে—
ধরেয়া দেও নাও রে।
সোনদোর কানাই রে ॥

১ মায়ের সম্মুখে, ২ আগুনে লাফ দিয়ে, ৩ পানি আনতে যায়, ৪ নদীতে লাফ দিয়ে, ৫ বিছানায় শোয়, ৬ বিছানায় শুয়ে, ৭ মুহূর্তে, ৮ বনের।

ও কি কানাই রে--
আটো[১] নদীর খরো[২] ধার
মইদে মইদে কানাই
বালুচরো রে।
আপোন হাতে ধরিও নায়ের হাইলো রে।
সোনদোর কানাই রে॥

ও কি কানাই রে—
কোদালে কাটিয়া মাটি
কলা গাইড়লাম কালা
সারি সারি রে
বাইগচায়[৩] ঘিরিয়া নিলো
বাড়ী রে।
সোনদোর কানাই রে॥

ও কি কানাইরে--
আইসপার[৪] কইলে পান নাত,
তাঁই[৫] কাটিবে কানাই
কলার পাতো রে।
দোনো জোনে বসিয়া খামোঁ[৬]
ভাতো রে।
সোনদোর কানাই রে॥

কোদালে কাটিয়া মাটি
গুয়া গাইড়লাম কানাই
সারি সারি রে
বাইগচায় ঘিরিয়া নিলো
বাড়ী রে।
সোনদোর কাণাই রে॥

আইসপে বইলে পান[৭] সুয়া
তাঁই পাইড়বে কানাই
পাচের গুয়া রে।

---

১ সংকীর্ণ নদীর, ২ প্রবল স্রোত, ৩ বাগিচায়, ৪ আনবার, ৫ সে, ৬ খাব, ৭ প্রাণের বন্ধু।

দোনোজোনে[১] কাটিয়া খামোঁ গুয়া রে।
গোনদোর[২] কানাই রে॥

॥ ২৩ ॥

ওকি কালারে কালা
নয়া বাড়ী কল্লে তুমি
মুই হনু চিটুল[৩] নারীরে
ওকি কালারে কালা।

হাতে না পাওঁ মুই
অইনা ঘরের[৪] পিড়বিন॥

সে না বাড়ীর পেচোনের[৫] ধারে
গুয়া গাড়লেন সাইরে[৬] সাইরে রে
কালারে সেও গুয়া বাদুরে চুষিয়া খাইলে॥

সে-না গুয়ার মাঝে মাঝে
বাইগোন গাড়লেন কালা
ঝোপে ঝোপে রে
ওকি কালারে সেও বাইগোন তোমার
গাচে পচিয়া অইলো॥

অইনা বাইগোনের মাঝে মাঝে
কপি গাড়লেন[৭] কালা
মোনের সুকেরে
ওকি কালারে সেও কবি তোমার
গাচে ফুটিয়া অইলো॥

নয়া বাড়ী কইরে কালা
না দিলেন সাধের বেড়ারে
সে বেড়া নেপিতে আমার
হাতে নাগিল[৮] কাটা॥

---

১ দুজনে, ২ সুন্দর, ৩ অসবয়সী, ৪ ঘরের ধার, ৫ পিছনের, ৬ সারি সারি
৭ গাড়লেন, ৮ লাগল।

তুমি কালা নাইরে ঘরে
কাঁই দিবে মোর কাটা তুলিরে
ওকি কালারে সাদের বাড়ী ছাড়ি
বিদেশে অইলে[১] পড়ি ॥

॥ ২৪ ॥

ওকি কালা রে কালা
ওত্তোরে আকিয়া[২] ধুয়া
দকিকনে গাড়িনু[৩] গুয়া রে।
ওকি কালা রে
সেও বাগানোত্[৪] বাদুর পড়ে ঝাকে।

ওকি কালা রে কালা
বাদুরেরো হুড়াহুড়ি
মুইয়োঁ হনু যুব্বা নারীরে,
ওকি কালারে
আইসেন[৫] কালা সেই বাদুর মারিতে।

ওকি কালা রে কালা
বাগানেতে বাদুর পড়ে
ঝপ ঝপেয়া[৬] শীত পড়ে রে।
ওকি কালা রে
নেওরে[৭] ভিজিল পিটি
গামচা দেও তলে রে ॥

ওকি কালা রে কালা
মোর নারীটার টাংগাইলের শাড়ী
পানিয়া মরা[৮] আচে বাড়ীত্ রে।
ওকি কালা রে কালা
দ্যাকিলে মরায় মারিবে পেণ্টির[৯] বাড়ি ॥

---

১ রইলে, ২ রেখে, ৩ গাড়লাম, ৪ বাগানে, ৫ আসেন, ৬ তীব্রবেগে, ৭ শীতে, ৮ স্বামী, ৯ পাচনের আঘাত।

ও কালা রে কালা
না আইসেন আর জাড়ের[১] দিনে
বুক ভেজে মোর দারুণ শীতে রে
ওকি কালা রে
শীতের জ্বালা না পাওঁ সহিবারে।।

ওকি কালা রে কালা
গইলে[২] আচে গরু-ভরা
গইলোত থাকে আকোয়াল[৩] মরা রে।
কালা রে
খানকায়[৪] মোর জাগে বুড়া শ্বশুর।।

ওকি কালা রে কালা
আইসেন কালা পাকের ঘরে
খুটার আগুন থুইচোঁ[৫] চুলা ভরে রে।
কালা রে
অইনা ঘরে খেলিমোঁ অংগের খ্যালা।।

ওকি কালা রে কালা
পাকের ঘরোত্ থাকে কুকর
নাহি করেন উলুক ভুলুক রে।
ওকি কালা রে
শমশমে[৬] যান নিজের মাইনষের মোত[৭]।।

॥ ২৫ ॥

ও কি চ্যাংড়া রে ময়া নাগেয়া[৮]
ছাড়িয়া না যান মোরে।
ক্যান রে চেংড়া তোর ওম্পই[৯] কতা
তোর মায়ে পেঁদে[১০] চ্যাংড়া নলের[১১] পাতা
কপালোতে নাইরে বাসকো ছোড়ানীর[১২] ঝোকা।

১ শীতের, ২ গোয়াল ঘরে, ৩ রাখাল, ৪ বাহির ঘরে, ৫ রেখেছি, ৬ দ্রুত গতিতে, ৭ নিজের স্বামীর মত, ৮ মায়া লাগায়ে, ৯ বড় বড় কথা, ১০ পরে, ১১ এক প্রকার গাছের পাতা, ১২ চাবির গোছা।

ক্যান রে চ্যাংড়া তুই আসিয়া হলু
আইসো চ্যাংড়া বইসো কাচে
তোর সনে মোর কথা আচে
আশা দিয়া ওরে চ্যাংড়া
ভাসাইলে সাগোরে।
হাতের খালু খালুরে চ্যাংড়া
ফ্যালালু মোক বিপদে
পিরিত করিয়া চ্যাংড়া
ছাড়িয়া না যাইস মোকে।

॥ ২৬ ॥

ওকি দাদা রে
পরে কি আর
পরের ময়া রে জানে।
কত আচিল[১] মোব
সোনা বে বাবা
কত আচিল মোব
জোত জমা রে,
কত আচিল মোব
দলান কোটা বাড়ী।
ওকি দাদা রে
সউগ ছাড়ি মোর
গাচের তলোত্[২] বসোতি।
ওকি দাদা রে
পরে কি আর
পরের মযা রে জানে॥

বাপ আচিল মোর
তক্তের আজা
মোর কইন্যার উপ উজালা,
পিরিত করিনু
হালুয়া বন্দুর সাতে।

১ কত ছিল, ২ তলে

ওকি দাদা রে
পরে কি আর
পরের মযা বে জানে ।।

হালুয়া বন্দুর
এ্যামোন ন্যাটা[১]
নাই তার ঘর বাড়িরে ।
গেইনোঁ[২] দোন জোন
বই দ্যাশেরো মাজে ।
ওকি দাদা রে
পরে কি আর
পরের ময়া রে জানে ।।

ওরে কতো আচিল মোব
তোলা রে সাড়ি
এ্যালা[৩] ব্যাড়াওঁ মুই
মাইনষের বাড়ী রে !
ফুলের বিচানা
পড়িয়া অইলো মোর দ্যাশে !
ওকি দাদা রে
পরে কি আর
পরের ময়া রে জানে ।।

তাতো বনদু মোর দয়া ছাড়া
নিয়া ব্যাড়ায় মোক
পাড়ায় পাড়ায় রে ।
আরো নাগে[৪] দিলে মোক
পাড়ারো চ্যাংগেড়া[৫] !
ওকি দাদা রে
পরে কি আর
পরের ময়া রে জানে ।।

১ বিপদ, ২ গেলাম, ৩ এখন বেড়াই, ৪ লাগায়ে দিল, ৫ ছেলে

সবার না পায়া মুই
হনু এ্যাকেলা,[১]
কোন পতে যাওঁ
ডুবিল ব্যালা রে।

ওকি দাদা রে
মাতায় না চেনে মোর
ত্যাল[২] আরো ছাপোন[৩] রে।

ওকি দাদা রে
পরে কি আর
পরের ময়া রে জানে।।

কতো পিঁদচিনু[৪] মুই
পাচা পাইড়া শাড়ি
স্নো, পাউডার আলতা মাকি
ওকি দাদা রে
পিরিত করিয়া
এ্যালা[৫] পিঁদতে হয় গাচের পাতা।

ওকি দাদা রে
পরে কি আর
পরের ময়া রে জানে।।

এও কপাল হইলো রে ভালো
ভাবিতে মোর জনোম গ্যালো রে।

ওকি দাদা রে
বুড়া বয়সে ভিককা করিতে হইবে।

ওকি দাদা রে
পরে কি আর
পরের ময়া[৬] রে জানে।।

---

১ একা, ২ তেল, ৩ সাবান, ৪ পরিধান করেছিলাম, ৫ এখন, ৬ মায়া।

॥ ২৮ ॥

ওকি দাদা বে
যৈবোন দ্যাকিলে ছাতি মোর ফাটে।

বড় দাদা মোর ব্যাপারী
সেও করে মোব কোষ্টার[১] পাইকাড়ী
মোব দিকি কাঁইও না দ্যাকে।

ওকি দাদা বে
যৈবোন দ্যাকিলে ছাতি মোব ফাটে।

ছোট দাদা মোর আকোযাল[২]
সেও চবায গরুব পাল
মোর দিকি কাঁইও না দ্যাকে।

ওকি দাদাবে
যৈবোন দ্যাকিলে ছাতি মোব ফাটে।

মায়ে বলে ছোট ছোট
বাপে না দ্যায বিয়া
আর কতো কাল আকিবো যৈবোন
অন্‌চলে বান্দিয়া বে—
ওকি দাদা বে
যৈবোন দ্যাকিলে ছাতি মোব ফাটে।

॥ ২৯ ॥

ওকি দাদা বে
যৈবোন হইলো
শিমলা[৩] কাটাব মোত।

আইতুতরো[৪] নিশা কালে দাদা
গাচোত্[৫] কুকিল ডাকে
তাতো দাদা বিয়া না দ্যায় মোকে,

১ পাটের ব্যবসায়ী, ২ রাখাল, ৩ শিমুল কাঁটার মত, ৪ রাত্রিতে, ৫ গাছে।

ওকি দাদা রে—
বাইর হওঁ দাদা—
অবিয়া[১] চ্যাংড়াব[২] সাতে ॥

॥ ৩০ ॥

ওকি বাওই রে
ওরে ঝাকে উড়ায
ঝাকে পড়ে রে
বাওই তোকসেন[৩] বলোঁ[৪] রে পাকী
এ্যাকা হয়া ডালে পড়ো,
বাওই সেইনা দুক্কে মরি হে বাওই ॥

ওকি বাওই রে
ওরে গুয়া খায়া
পিক ঢালিচোঁ রে বাওই
ঠোঁট বা করিচো নাল
ঠোঁটের ওপোর মানিক অতন
বাওই কপালে তিনক ফোটা রে

ওকি বাওই হে
নলের আগায নল খাগেড়া বে বাওই
বাঁশের আগায় রে টিয়া,
সইত্য করি কহ কতা
বাওই কইরচো নাহি বিয়ারে বাওই।

ওকি বাওই হে
তক্‌নে[৫] না কইচনো[৬] বাওই
না জান গোয়াল রে পাড়া,
গোয়ালেরো মায়াগুলা[৭],
বাওই জানে ধুলা পড়া হে ॥

১ অবিবাহিত, ২ ছেলেব সঙ্গে, ৩ তাকে, ৪ বলি, ৫ তখনে, ৬ বলেছিলাম,
৭ মেয়েরা।

॥ ৩১ ॥

ও কি সকি রে
কেটা[১] ওটা যায আজ পন্ত দিয়া
দোতরা ডাংগেযা
দোতবার ডাংগে, আউলাইল[২] চেংড়িব মোন।

ভাত আন্দা ছাড়িযা, তবকই আন্দা ছাড়িযা.
শোন বা দোতবাব ডাং।

ও কি সকি বে
কেটা ওটা যায আজ পন্ত দিযা
দোতরা ডাংগেযা
দোতরাব ডাংগে আউলাইল চেংড়িব মোন।

ঘর শোততা[৩] ছাড়িযা
ঢেকির বারা ছাড়িয়া
শোন বা দোতবাব ডাং।

ওকি সকি বে
কেটা ওটা যায় আজ পন্ত দিয়া
দোতরা ডাংগেয়া
দোতরার ডাংগে আউলাইল চেংড়ির মোন।

থালি[৪] মাঁজা ছাড়িয়া
গরু তোলা ছাড়িয়া
পোর[৫] দেওয়া ছাড়িয়া
শোন বা দোতবাব ডাং।

॥ ৩২ ॥

ওত্তোরে[৬] কন্নে ম্যাঘ ম্যাঘালী
পচ্চিমে চিলকিয়া[৭] উটিল দেওয়া,
পার করো হে নবীন নাইয়া
আঁন্দার করিয়া আইলো দেওয়া।

---

১ কে, ২ অস্থির হলো, ৩ ঘর লেপাপুছা, ৪ থালি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা, ৫ সন্ধ্যায় গোয়াল ঘরে মশা তাড়াইবার জন্য একটি গর্তে আগুন দেওয়া ও গরুর ঘুঁটে দেওয়া, ৬ উত্তরে, ৭ বিজলী চমকায়।

কালোত্ কালো হে
কালোত্ কুকিলা
ফেইচকায় বা ধরে নানান[1] ভ্যাস।

তাহার চাইতে অদিক কইন্যা
তোমার মাতার ক্যাশ।

নালো তো নালো রে
নালোত্ ওড়ো ফুল
তাহার চাইতে অদিক নালো কইন্যা
তোমার শীষার সেন্দুর।

ধলোত্ ধলো রে
কইন্যা ধলোত্ গাইয়ের দুদ
তাহার চাইতে অদিক ধলো
কইন্যা, তোমার চন্দ্রো মুক।

॥ ৩৩ ॥

ও পান সকিরে
ও পারে কামরাংগার গাচ
টিয়ায় কাটে বোটা।

চ্যাংড়ার[2] সাতে করিয়া পিরীত
কুলোত্ হইলো খোটারে॥

ও পারে মণ্ডলের বেটি
শাগ তোলে বতুয়া
বুকের ওপরোত্ দুকনা অলে
মানিকের কটুয়া॥

শাগ তুলবার গেইনোঁ[3] দিদি
গইল ঘরের পাচে
কোন বা সাপে কামোড় মারে
দুই উরাতের ফাঁকে॥

---

১ নানা প্রকার আকৃতি, ২ ছেলের সঙ্গে, ৩ গেলাম।

ওপারে মণ্ডলের ব্যাটা
বিষ ঝাড়িবার জানে,
কিসের-কি বিষ ঝাড়ে দিদি
দুদ ধরিয়া টানে ॥

॥ ৩৪ ॥

ও বুড়া মইশের দাপাদার[১]
না করিস তুই
বাবুর মইশের চাকুরী রে।
ওরে বাবুর মইশো
হুকুম ছাড়া
তুই দাপাদার ব্যাড়াইস
পাড়ায় পাড়ায় রে॥
ও বুড়া মইশের দাপাদার
না করিস তুই
বাবুর মইশের চাকুরী রে॥
ওরে বুড়া মইশের দাপাদার
না করিস তুই
মজুমদারের চাকুরী রে॥

মজুমদারের কামোঁ[২] ভারি
ব্যাড়াইতে হয় টারি[৩] টারি রে
কি ওরে বুড়া মইশের দাপাদার
মুই নারী কান্দো বাইরা[৪] বাড়ি!
ও বুড়া মইশের দাপাদার
না করিস তুই
জমিদারের চাকুরী রে॥

জমিদারের হাতি চরাইতে রে
থাকা নাগে দোলায় দোলায় রে
ও বুড়া মইশের দাপাদার
কাকোন[৫] চেন মুই নারী
হওঁ দুপরী[৬] আড়ি রে!

---

১ দফাদার, ২ অনেক কাজ, ৩ পাড়ায় পাড়ায়, ৪ বাড়ির বাইরে, ৫ কখন কেন, ৬ অল্প বয়সে বিধবা।

ও বুড়া মইশের দাপাদার
না করিস তুই
আজারো চাকুরী রে ।।

আজার চাকুরীর
আরাম নাহি রে
ঘর ছাড়া ব্যাড়া[১] নাগে
বাড়ি বাড়ি রে ।
কি ওরে বুড়া মইশের দাপাদার
যুব্বা বয়সে না ছাড়েন আর বাড়ি রে !
ও বুড়া মইশের দাপাদার
না করিস তুই
বাবুর মইশের চাকুরী রে ।।

পাড়ার চ্যাংড়া ভালো নয়
আইতে[২] আইতে খোঁজ ন্যায় রে !
কি ওরে বুড়া মইশের দাপাদার
কুনদিন বেন
যোবোতির[৩] জাতি মাবে[৪] রে ।
ও বুড়া মইশের দাপাদার
না করিস তুই
বাবুর মইশের চাকুরী রে ।।

।। ৩৫ ।।

ও মনুরায় ও
আমের তল দিয়া, জামের তল দিয়া,
শিয়াল দ্যাকি বাগ পলেয়া গ্যালো,
হাসিয়া মইলো পাটা !
ও মনুরায় ও
বাগ হরিণে হাল খ্যান জুড়িলাম ও
মনুয়া সলেয়ায় বয়বে ধান

১ বেড়াতে হয়, ২ রাত্রিতে রাত্রিতে, ৩ যুবতীর, ৪ ইজ্জত নষ্ট করে।

জলের পানি কামড়ি থুবড়া[১] বাচে
মাকড়া[২] হইলো কৃষাণ,
ও মনুরায় ও .. .. ॥

॥ ৩৬ ॥

ওমা মুই যাঁও মরিয়া[৩]
কাইন কইরবার[৪] চাইচেরে মোক,
বাহার বল দিয়া ॥

ও তার নাম্বা দাড়ীর[৫]
ফরকোন[৬] দ্যাকিয়া
দিদি মোকে ভয় নাগে
সারা[৭] আতিত পোহাওঁ দিদি
পচা[৮] নাগেয়া ।

জম গোলামের[৯] মাতাত ন্যাদাঁও
বুড়াক দ্যাকিয়া,
ওমা মুই যাওঁ মরিয়া
কাইন কইরবার চাইচে মাও মোক
পাকা দাড়িয়া ॥

॥ ৩৭ ॥

ওরে আইসপার[১০] কইলেন
কড়াল মোত
তোমার বাড়ীত মানুষ যত
বাইরা খানকাত্[১১]
জাগায়[১২] না ধরে ।

বাইরা খানকার মানুষ দ্যাকি
দউড়িয়া গেনু

১ আবর্জনা পরিষ্কার করে, ২ উর্ণনাভ, ৩ আমি মরে যাই, ৪ কাইন করতে চেয়েছে, ৫ লম্বা দাড়ী, ৬ বাহার দেখে, ৭ সারা রাত্রি, ৮ প্রদীপে বাতি জ্বালায়ে, ৯ জমের মাথায় লাথি দেই, ১০ আসতে বললেন, ১১ বাহির ঘরে, ১২ স্থান ।

কাইনচা[১] বাড়ীত
ভাতের মাড় মোর
দিলেন ঢালিয়া।

বিস্সাস যদি-কাল
না হয় তোর
পিরান[২] খুলিয়া দ্যাকেক মোর
সারা গায় মোর
ফোসা[৩] পড়িচে।

॥ ৩৮ ॥

ওরে দাদা
এ্যাকোন[৪] তোমার কি হইবে।
আমার বিয়া রে হইলে।
ওরে চাঁদ উটিলে
হইবে বিয়া রে।

কাটিয়া গেইচে গুয়া-পান মোরে
বেচেয়া না খাইস্ মোক
হালুয়ার[৫] রে ঘরে।

হাল ছাড়ি আসিবে
গরু দুকনা বান্দিবে
লাংগোল জোয়াল থুইবে[৬]।
চাড়াত[৭] পানি চাইবে
দিতে দেরী হইবে
পেন্টি[৮] কোনা চোকাইবে[৯]
তাতে মন মোর
আকাশোত্ উড়াইবে।

ওরে দাদা
এ্যাকোন তোমার কি হইবে
আমার বিয়া রে হইলে॥

১ ঘরের পিছনের স্থান, ২ পরান, ৩ ফোকা, ৪ এখন, ৫ কৃষকের, ৬ রাখবে, ৭ গরুকে পানি দেবার পাত্র বিশেষ, ৮ পাঁচন, গরু তাড়াইবার বেত, ৯ নাচাবে।

॥ ৩৯ ॥

ওরে পতিধন
অল্‌পো[1] কতায়।
ব্যাজার কল্লেন মোন॥

বিয়ার আইতে দিলেন শাড়ী
সেইদিন হাতে পতি
ছাইড়লেন বাড়ী রে—

ওরে পতিধন
অল্‌পো কতায়
ব্যাজার কল্লেন মোন॥

বিয়ার আইতে
দিচেন সাকা
সেইদিন হাতে পতি
আর না হইলো দ্যাকা রে।

ওরে পতিধন
অল্‌পো কতায়
ব্যাজার কল্লেন মোন॥

অষ্‌টো অলোংকার
বুজিয়া নেও
খুশি মোনে পতি
বিদেয় দেও রে।

ওরে পতিধন
অল্‌পো কতায়
ব্যাজার কল্লেন মোন॥

১ সামান্য কথায়।

ভাত আন্দিতে
হইচে দেরী
তাতে মাল্লেন
নলের বাড়ি রে।

ওরে পতিধন
অল্‌পো কতায়
ব্যাজার কল্লেন মোন ॥

শিশুকালে শিশুমতি
যুব্বা কালে পতি
ছাইড়লেন বাড়ী রে।

ওরে পতিধন
অল্‌পো কতায়
ব্যাজার কল্লেন মোন ॥

ছোট্টকালে হইচে বিয়া
অষ্‌টো অলোংকার
সোনা দিয়া রে।

ওরে পতিধন অল্‌পো কতায়
ব্যাজার কল্লেন মোন ॥

॥ ৪০ ॥

ওরে ভাটির দ্যাশের
আরে কবিরাজ।
ভালো করিয়া দ্যাকেন
ছাওয়াইলের নারি ॥

আমাবইশ্যা মোংগোল বার
সেই দিনে গেচনু[১]
ভারার[২] পার
চমকি উটিল ছাওয়ার গাও
কিবা ওগ হইলো রে।

১ সে দিন গিয়েছিলাম, ২ দোলা জায়গায়।

ও ভাটি দ্যাশের
আরে কবিরাজ
ভালো করিয়া দ্যাকেন[১]
ছাওয়াইলের নারি ॥

যদিল ছাওয়াইল[২]
ভালো হয়।
তোমার সাতে কইব্রাজ
গেনু[৩] হয়।
ভালো করিয়া দ্যাকেন
ছাওয়াইলের নারি।
ওরে ভাটির দ্যাশের
আরে কবিরাজ
ভালো করি দ্যাকেন
ছাওয়াইলের নারি ॥

যদিল পিবিত
করিতে চান।
বাড়ির বোগলোত্[৪] কবিরাজ
বাড়ি ন্যান[৫] রে।
ওরে ভাটির দ্যাশের
আরে কবিরাজ,
ভালো করি দ্যাকেন
ছাওয়াইলের নারি ॥

॥ ৪১ ॥

ওরে সোনার দেওরা
তোকে দিয়া মোর
নাই হয় ক্যানেরে বিয়া।

১ দেখেন, ২ ছেলে, ৩ যেতাম, ৪ কাছে, ৫ নন।

তোর দেওরার যেমন মোনের আশা
মোনের মোত বান্দো মুই ঢালুয়া[১] খোপা
তোরে মোরে দারুণ বিদি
ক্যান নাই ন্যাকে জোড়া।
ওরে সোনার দেওরা
তোকে দিয়া মোর
নাই হয় ক্যানে রে বিয়া।

ওরে সোনার দেওরা
থুইয়া[২] আইসেক মোক
বাপো মায়ের ঘরে।

বাপো মায়ের ঘরে যামোঁ[৩]
বারা বানি দেওরা
ভাত খামোঁ রে।

ওরে সোনার দেওরা
থুইয়া আইসেক মোক
বাপো মায়ের ঘরে।

যদি দেওরা মুই থাকোঁ আজি
কি কত্তে পারে তোমাক
দ্যাশের কাজী রে।

ওরে সোনার দেওরা
তোকে দিয়া মোর
নাই হয় ক্যানে রে বিয়া।

তোর দেওরার পিরিত্তের এমনি গুন।
কোলের ছাওয়া মুই
করচোঁ খুন রে।

ওরে সোনার দেওরা
তোকে দিয়া মোর
নাই হয় ক্যানেরে বিয়া।

১ বড়, ২ রেখে আস, ৩ যাব।

অ্যাতই যদি দেওরা ছিলো মোনে
ক্যানে পেম করিলে আমার সনেরে।

ওরে সোনার দেওরা
তোকে দিয়া মোর
নাই হয় ক্যানেরে বিয়া।

॥ ৪২ ॥

কইন্যা রে ....
ময়া নাগেয়া ছাড়িয়া না যান মোরে॥

এ্যাতোই যদি কইন্যা ছিলো মোনে
এ ময়া[১] নাগাইলেন[২] ক্যানে[৩]॥

তোর কইন্যার পীরিতির আশে
বাপো ভাই ছাড়িলাম সবে
পীরিত করি কইন্যা
ভাসাইলেন সাগবে॥

তোর কইন্যার পীরিতির হানা
ভাসি যাওঁ সাগোরের ফ্যানা বে
তুমি বিনা ওহে কইন্যা
না দ্যাকি কিনারা॥

॥ ৪৩ ॥

কন্‌টই[৪] বা পালু ময়না
তুই বাইগোন[৫] ঝোপা ফাইলোয়ে[৬]?
কন্‌টই বা পালু ময়না
তুই এনা শীষের সেদুর রে?

বাড়ীর আগে রে
. আসিক মোর দেওরা রে

১ এ মায়া, ২ লাগালেন, ৩ কেন, ৪ কোথায়, ৫ বেগুন, ৬ খাসা

তাই দিচে মোক
বাইগোন ঝোপা ফাইল
বাড়ীর মোর পাচে রে
পশাইরা বন্দুরে
তাঁই দিচে মোক
এ শীষের সেন্দুর।

কন্‌টই বা পালু ময়না
তুই গলার গজমতী হার?
বাড়ীর পাশেরে
সোনাইরা মোর বন্দুরে
তাঁই দিচে মোক গজমতী হার।

কন্‌টই বা পালু ময়না
তুই নেওরে পাটের শাড়ী?
বাড়ীর আগেরে
জোলা মোর বনদুরে
তাঁই দিচে নেওরে পাটের শাড়ী।

কন্‌টই বা পালু ময়না
তুই সুকি আর আদুলিরে?
বাড়ীর সাতেরে অসিক মোর বন্দুরে?
তাঁই দিচে[১] মোক সুকি আর আদুলি।

॥ ৪৪ ॥

কদ্দিনে আসিবেন মোর সিপাইরে
ঢাল বান্দেন তলোয়ার বান্দেন রে সিপাই
বান্দেন ও পাগুড়ী
যুবা নারী ঘরে থুইয়া[২]
কাঁই করে চাকুরী রে,
গেইলে কি আসিবেন সিপাই রে।

১ সে দিয়েছে, ২ রাখিয়া, রেখে।

তাল বা গাড়িয়া সিপাই গেইলেন ছাড়িয়া
সেও তাল পাকিয়া সিপাই
গাচে হইলো ঝুনা রে।
কদ্দিনে আসিবেন মোর সিপাই রে।

আড়ার বাশ কাটিয়া ও নারে সিপাই
বান্দিলাম ডেয়ারী
তোমরা যাইবেন দূর দ্যাশে
কাঁই করিবে কাচারী রে?
আড়ার বাশ কাটিয়া সিপাই
বান্দিলাম বারগেলা[১]
তুমি গেইলেন দূর দ্যাশে
আমি থাকি এ্যাকেলা রে[২]
কদ্দিনে আসিবেন মোর সিপাই রে।

বাপে মায়ে দিচে বিয়া তোমারে দ্যাকিয়া
এ্যালা ক্যানো যান ওনারে সিপাই
আমারে ছাড়িয়া রে,
কদ্দিনে আসিবেন মোর সিপাই রে।

যকোন ছিলাম অকুমারী তকোন ছিলাম ভালো রে,
বানিয়ার সেঁদুর সিতায় দিয়া ভাবতে জনোম গ্যালো রে
কদ্দিনে আসিবেন মোর সিপাই রে।

যকোন আমি ছিলাম রে সিপাই
বাপো মায়ের ঘরে
তকোন ক্যানে নাই যান রে সিপাই
দূর নংকার বাণিজ্যে রে।
কদ্দিনে আসিবেন মোর সিপাই রে।।

তুমি যাইবে দূর দ্যাশে আমারে ছাড়িয়া
তোমার কলা বগদুলে খাবে
চোচা[৩] পাবে আসিয়া রে
কদ্দিনে[৪] আসিবেন মোর সিপাই রে।।

১ বাংলা ঘর, ২ একা, ৩ ছাল পাবে, ৪ কত দিনে।

আগে যদি জানতাম রে সিপাই যাইবে ছাড়িয়া
ক্যাশোতে জড়াইয়া পদো আকিতাম বান্দিয়া রে
কন্দিনে আসিবেন মোর সিপাই রে।

॥ ৪৫ ॥

কাকড়ায় খাইলে বইলের ফিচা
আমি বামোন না কই মিচা।
শান্তি পুরোত্ বাড়ী হামার
নামটি গদাধর।
পড়াশুনা নাই কিছুই
খালি পাঁজি পুতিই সার॥

সাপের মুকোত্ কাল
বামনের মুকোত্ বাল্,
পচিচম মুকোত্[১] পূজা করা
কবু নোয়ায়[২] ভাল॥

॥ ৪৬ ॥

কানাইরে
আমার বাড়ী যাইয়ো কানাই
বসতে দেমোঁ মোড়া
দই চরুত হেলানী দিয়া
বাজামোঁ দোতরা কানাই রে।

তোমার বাড়ী গেইচলাম বালী
তোমরা গেইচেন জলে
তোমার বাড়ীর বাড়ীয়া কুত্তা
ঝেংগর ঝেংগড় করে।

মুই আগে বাড়ীত যায়া
ভাংগেয়া ভাংগিম মাতা
আশ আসুক পরোশ আসুক
তোর ক্যান এতো কতা।

---

১ মুখে, ২ নয়।

ও বানী ও
হেচেঁই বইসে হচেঁই বইসে
মুই বর্নোঁ তে চোর
মুই কি জানোঁ
গিত্‌তান্নীর নাং[১]
চ্যাট ভুকিল হয় মোর।

॥ ৪৭ ॥

কি ওরে বিরবল
দোর ছাড়ি—
বাইরে সরিয়া বইসো ॥

ওরে এ্যাকে তো আন্দার আতবি[২]
তাতে বাগের ভয়
বাতি নাগেয়া[৩] আইসেন[৪] বনদুধন
অই কদম তলায় রে।

কি ওরে বিরবল
দোর ছাড়ি—
বাইরে সরিয়া বইসো ॥

ওরে আইজা আইসপে[৫]
সোনার বনদু—
সকালে গেইচে কয়া[৬]
তারে জয়ে ঘরের কপাট
আইকচোঁ[৭] খুলিয়ারে।

কি ওরে বিরবল
দোর ছাড়ি—
বাইরে সরিয়া বইসো ॥

আইলচে বুজি সোনার বনদু
আয়াট[৮] পাওয়া যায়,

১ বাড়ীর গৃহস্তের স্ত্রীর উপপতি, ২ অন্ধকার রাত্রি, ৩ লাগায়ে, ৪ আসেন, ৫ আসিবে, ৬ বলে, ৭ রেখেছি, ৮ টের।

ঘরে আস্পার নাহি পারে
তোর বিরবলের ভয় রে।
কি ওরে বিরবল
দোর ছাড়ি—
বাইরে সরিয়া বইসো ॥

ওরে বোগলে আচে পানিয়া মরা
শিতানোত্ ননোদি,
গইলোত্[১] জাগে বুড়া শ্বশুর
খান্‌কাতে শাশুড়ি রে।
কি ওরে বিরবল
দোর ছাড়ি—
বাইরে সরিয়া বইসো ॥

ওরে ঘরের জ্বালা
বাইরের জ্বালা রে
আরো জ্বালায় ননোন্‌দি,
আইত দোপোরে যুয়ান ভাসুর
তাঁইও দ্যায় ভুলকি[২] রে।
কি ওরে বিরবল
দোর ছাড়ি—
বাহরে সরিয়া বইসো ॥

ওরে চেকোন চাইলের
ভাতরে বিরবল—
এনা গাইয়ের দুদ
নিজ হাতে দেইম তোক বিরবল
দোব ছাড়ি দে বন্‌দুক রে।
কি ওরে বিরবল
দোড় ছাড়ি—
বাইরে সরিয়া বইসো ॥

আইজা[৩] যদিকেল ঘুরি যায় বন্‌দু
এনা কাদোর ঘাটা,

১ গোয়ালে, ২ এক নজর দেখা, ৩ আজ যদি।

আইত্ পোয়াইলে জোড় ব্যাতের ভাংগে
শরীল[১] কইরবে ফানা রে।
কি ওরে বিরবল
দোর ছাড়ি
বাইরে সরিয়া বইসো ॥

বনদুর জয়ে দুদের বাটি
পাড়িয়া দ্যাওঁরে তোকে,
সেই দুদ খায়া ওবে বিবরল
বইসেক যায়া ফাকে রে।
কি ওরে বিরবল
দোর ছাড়ি
বাইরে সরিয়া বইসো ॥

ফুলের বিচনাত্ তুলার বালিশ
ত্যামালের[২] পাংকা হাতে
অতি যায়া[৩] বইসেক বিরবল
বন্দু আসুক কাচে রে।
কি ওরে বিরবল
দোর ছাড়ি
বাইরে সরিয়া বইসো ॥

চকরা[৪] বকরা বিরবল রে তুই।
বাগের আকার ধরে
দ্যাকিয়া মোর সোনা বন্দু
দলদলেয়া[৫] কাপে রে।
কি ওরে বিরবল
দোর ছাড়ি
বাইরে সরিয়া বইসো ॥

হাতে ধরি পায়ে পড়ি বিরবল
আইত যায় পোসেয়া[৬]
খানিক[৭] বাদে জাইগ্বে ভাসুর
নমাজের নাগিয়া[৮] রে।

---

১ শরীর, ২ বাঁশের পাতলা ছটি, ৩ ওদিকে গিয়ে, ৪ গায়ে ডোরা কাটা, ৫ ভীষণভাবে কাঁপতে থাকে, ৬ পোহায়ে, ৭ কিছুক্ষণ পর, ৮ জন্য।

কি ওরে বিরবল
দোর ছাড়ি—
বাইরে সরিয়া বইসো ॥

ঘরের বরি হইলো ননোন্দি
বারের বরি ভাসুর,
সগলইর[১] উপর বরি
তুমি পোষা বিরবল রে।

কি ওরে বিরবল
দোর ছাড়ি—
বাইরে সরিয়া বইসো ॥

এ্যাক বদনা মুরুগের গোস্ত
কলার আরো আটা,
আইত পোয়াইলে[২] দেইম তোক বিরবল
ছাড়িয়া দে তুই ঘাটা[৩] রে।

কি ওরে বিরবল
দোর ছাড়ি—
বাইরে সরিয়া বইসো ॥

ওরে আইজার আইতো হইলো বিয়ান
গোস্বা হইলো বন্দু
কি কয়া[৪] বুজাইম বন্দুক
বন্দু যায় ছাড়ি রে।

কি ওরে বিরবল
দোর ছাড়ি—
বাইরে সরিয়া বইসো ॥

নয়ার হাটের মলা যে বিরবল
বন্দুই ছাড়ে সাত রে।

কি ওরে বিরবল
দোর ছাড়ি—
বাইরে সরিয়া বইসো ॥

---

১ সকলের, ২ রাত পোহালে, ৩ [illegible], ৪ কি [illegible]।

অলপো বয়সে হনু বিরবল
কুলের কলংকিনী,
না দ্যাকিলে সোনার বন্দুক
পড়ে চউকের পানি রে।

কি ওরে বিরবল
দোর ছাড়ি—
বাইরে সরিয়া বইসো ॥

ওরে আইতে আইসে আইতে যায় রে
মাগ মাসিয়া জ্বর,
মোর গাওয়োত্ হ্যালান দিয়া বন্দু
কাপে থর থর রে।

কি ওরে বিরবল
দোর ছাড়ি—
বাইরে সরিয়া বইসো ॥

উটপার না[১] পারোঁ বিরবল
মোর সোয়ামীর ভয়,
শিতানোঁত্ জাগে নাটোকী[২] ননোন্দি
কি নাটকা[৩] বাজায় রে।

কি ওরে বিরবল
দোর ছাড়ি—
বাইরে সরিয়া বইসো ॥

মোর জন্নে দিচে বিরবল
ঘরের ভেতৃরোত্ চুয়া,
কিবা ছলে বারাওঁ[৪] বাহিরে
মরিম মুই কান্দিয়া রে।

কি ওরে বিরবল
দোর ছাড়ি—
বাইরে সরিয়া বইসো ॥

কান্দে কইন্যা পাগেলিনী
বন্দুরো নাগিয়া,

১ না পারি, ২ কলহপ্রিয়, ৩ কলহ, ৪ বের হই।

কইন্যার কাদ্‌নে অইনা রে বিরবল
দোর দিলো ছাড়িয়া রে।

কি ওরে বিরবল
দোর ছাড়ি—
বাইরে সরিয়া বইসো ॥

ঘরোত্‌ গ্যালো সোনার বন্দু
ঘরের কপাট বন্দো করি,
চাপিয়া বসিল পোষা বিরবল
করিয়া চাতুরি রে।

কি ওরে বিরবল
দোর ছাড়ি—
বাইরে সরিয়া বইসো ॥

শ্বশুর ভাসুর আরো ননোন্দি
আইক্‌চে পাহারা,
তামাক[১] বুজায় চতুর বিরবল
দুয়ারোত বসিয়া রে।

কি ওরে বিরবল
দোর ছাড়ি—
বাইরে সরিয়া বইসো ॥

ঘড়ি[২] ঘড়ি বারায় ভাসুর
দ্যাকে আড়ে[৩] আড়ে,
বসি আচে পোষা বিরবল
দুয়ারের মাজারে রে।

কি ওরে বিরবল
দোর ছাড়ি—
বাইরে সরিয়া বইসো ॥

বিশ্যাস করি আইক্‌চে বিরবল
শ্বশুর আর ভাসুরে,

১ তাহাদের বুঝায়, ২ দণ্ডে দণ্ডে, ৩ আড় চোখে।

খাবার নোবে অইনা বিরবল
চোরাক দ্যাকি নাহি ভোকে বে।

কি ওরে বিরবল
দোর ছাড়ি—
বাইবে সবিযা বইসো ॥

॥ ৪৮ ॥

কি ওবে মুরুগা
আইত থাইকতে বাকুলু ক্যান?
দোপোব আইতে আইসে বন্দু
অবাগিনীব কোলে,
আইত থাইক্তে ছাড়িয়া যায
তোন মুরুগাব বাকে বে।

কি ওবে মুরুগা
আইত থাইক্তে বাকুলু ক্যান?
ছোট হাতে পাইলচোঁ[১] মুরুগা
কতো যত্তোন কবি,
এ্যালা বুজিক্কেন বড় হযা
হলু পানেব ববি বে।

কি ওবে মুরুগা
আইত থাইকতে বাকুলু ক্যান?
ওরে সইন্জাব[২] সোমে আইলো বন্দু
আইত দোপোব হইলো,
তোব মুরুগাব বাকে[৩] বন্দু
মোব কোন ভাংগিলো রে।

ওরে মুরুগা
আইত থাইক্তে বাকুলু ক্যান?
আইত পোয়াইলে ওরে মুরুগা
পাড়াব মুন্সি ডাকে,

১ পালন করিয়াছি, ২ সন্ধ্যার সময়, ৩ মুরুগের ডাকে।

সোয়ামীক্বে[১] কয়া বুলিয়া
ছুরি দেইম তোরে গলে রে।
ওরে মুরুগা
আইত থাইক্‌তে বাকুল্‌ ক্যান?
আইজ্জা আইস্‌পে সোনাব বন্‌দু
বিয়ানা[২] গেইচে কয়া,
তার জয়ে পানের বাটা
শিতানোঁত আকিচোঁ[৩] জাগেয়া রে।

ওবে মুরুগা
আইত থাইক্‌তে বাকুল্‌ ক্যান?
আইস্‌তে যাইতে দোপোর আইত হয়
বন্‌দুই আরাম নাই যে করে,
এ্যাতো কষটো দেও রে মুরুগা
সোনা বন্‌দুর তরে রে।

ওরে মুরুগা
আইত থাইকতে বাকুল্‌ ক্যান?
ফুলের মইদে শিমলার[৪] ফুল
ডগ্‌মগ্‌ ডগ্‌মগ্‌ করে,
অই মোতোন বন্‌দুর পিরিত
উজ্জান ধরিয়া চলে রে।

ওরে মুরুগা
আইত থাইক্‌তে বাকুল্‌ ক্যান?
আসতে আসতে ডাকেক মুরুগা
ধিকি ধিকি ব্যালা,
সেই সোমে[৫] যাইবে বন্‌দু
অভাগিনীক ছাড়িয়া রে।
ওরে মুরুগা
আইত থাকতে বাকুল্‌ ক্যান?
এ্যাকে তো জাড়েরো[৬] দিনোঁ
বন্‌দু থাকে বাইরে,

১ স্বামীকে, ২ সকালে, ৩ রেখেছি, ৪ শিমুলের, ৫ সেই সময়, ৬ শীতের দিন।

জাড়ে শীতে আইসে বন্দু
যায় বা খানিক পরে রে।
ওরে মুরুগা
আইত্ থাইক্তে বাকুল্ ক্যান?
চালের[১] খ্যাড় মোর চালে উড়াইলো
দক্ষিনালী বায়ে,
তোর মুরুগার দেইম[২] জাগা
এনা ভাংগা গইলে রে।
ওরে মুরুগা
আইত্ থাইক্তে বাকুল্ ক্যান?
ভাংগা ঘরের ব্যাড়া নাই রে
তাতে শিয়ালের ভয়,
শিয়ালে খাইবে তোর মুরুগাক
দোষের মোর কি ভয় রে।
ওরে মুরুগা
আইত থাইকতে বাকুল্ ক্যান?
এইদ্যান[৩] করিয়া কানদে বনদু
দুই বা চউক ভিজিয়া,
বাইর[৪] হাতে সোনার বনা
শোনে কান পাতিয়া রে।
ওরে মুরুগা
আইত থাইকতে বাকুল্ ক্যান?
যকোন ঘরোত আইসে মোর বনদুরে
তকনে দেইস তুই ডাক।
ওরে নাই বইসতে মোর কাচে
পলায় বনদু ধনোঁ রে।
ওরে মুরুগা
আইত থাইকতে বাকুল্ ক্যান?
এ্যাকে তো মুরুগা তুইরে
কতো নাটোকী জানোঁ

---

১ চালের খড়, ২ স্থান দেব, ৩ এইরূপ, ৪ বাহির হতে।

আইত পোয়াইলে শোক্কোর বার
এ্যাকবার মোনে করো রে।

ওরে মুরুগা
আইত থাইকতে বাকুলু ক্যান?
সোয়ামীর আগোত[১] কন্যা মুরুগা
এ খরোচ করিয়া
দশের খাওয়া দেইম রে মুরুগা
তোর মুরুগাক জবাই করিয়া।

ওরে মুরুগা
আইত থাইকতে বাকুলু ক্যান?
মুরুগায় কয় শোনেক কইন্যা
না ডাকিম মুই আর,
তোর বন্দু হইলে গোসা
মোর মোন হয় ব্যাজার রে।
আইত্ থাইকতে না বাকিম আর।।

যিদিন হইবে ম্যাগ ম্যাগালী
দিন হইবে অন্দিহার[২]
সেই সোমে ডাকিম কন্যা
আইতোত না ডাকিম আর।
কইন্যা, আইত থাইকতে[৩] না বাকিম আর।।

।। ৪৯ ।।

কিও সোনদোরী[৪]
বাহির হও তোর দ্যাকোঁ চনদ্রো মুক রে।
হাজার ট্যাকার বালি
নক্ষ ট্যাকার তুই সোনদোরী।

কিও সোনদোরী।
বাহির হও তোর দ্যাকোঁ চনদ্রো মুক রে।
পাচশো ট্যাকা খরচ করিয়া
তোর সোনদোরীক করচোঁ বিয়া

১ সম্মুখে, ২ অন্ধকার, ৩ থাকতে, ৪ সুন্দরী।

কিসের দু:কে তুই
নাইয়োর যাবার চাইসো রে।

কিও সোনদোরী
বাহির হও তোর দ্যাকোঁ চনদ্রো মুক।

নাইয়োরেতে যাবু তুই
যতো কামকাজ করিম মুই
তোর বদল তোর
বইনোক থুইয়া যাইমো রে।

কিও সোনদোরী
বাহির হও তোর দ্যাকোঁ চনদ্রো মুক রে।

নাইয়োরেতে যাবার আশে
চাউল বানিয়া থুচিস বসে
হাউসের নাইয়োর যাওয়ায় না হইবে।

কি সোনদোরী
বাহির হও তোব দ্যাকোঁ চনদ্রো মুক রে।

॥ ৫০ ॥

কি জন্যে কোন পরানে
রে বনদু
অইলে যে ভুলিয়া
বনদু তোমার কটিন হিয়া ॥
বনদুরে—
সইনজার[১] সোমায়[২] ছড়েয়া পড়ে
শ্যাম অইদের[৩] ছায়া
সেই ছায়ায় ভাবেয়া তোলে
রে বনদু
তোর বনদুর পিরিতের মায়া
বনদু তোর কটিন হিয়া ॥

১ সন্ধ্যার, ২ সময়, ৩ রৌদ্রের।

বনদু রে—
তোব বনদুর পিরিতের নাগি[১]
হনু যে দ্যাশ ত্যাগি।

তুই বড়ো নিদয়া রে বনদু
ও তোর তাতে[২] না হয় দয়া
বনদু তোর কটিন হিয়া ॥

বনদু রে—
হনু হয় যদিকাল ভাবের[৩] ভাবি
তে হইলে কি এ্যাতই ভাবিরে,
তুমি যে অইলে ভুলিয়া বনদু
নাগেয়া[৪] দারুণ ময়া,
বনদু তোব কটিন হিয়া ॥

॥ ৫১ ॥

কি মাওরে মাও
মুই বোলে তার আন্দোন জানোনা ॥

মোর আশ পরসী কয়
মোর গেরাম বাসী কয়
মুই বোলে তার আন্দোন জানোঁ না ॥

মোর শতিন গুলায় কয়
মোর জাও গুলায় কয়
মুই বোলে তার আন্দোন জানোঁ না ॥

হাল ছাড়ি দিয়া আনুবে গোসাই
কাম করিনু ভাল,
কলসী কতোক পানি আনিয়া
মোর কমোরোত চাল ॥

পানি আননু রে গোসাই
কাম করিনু ভাল
গইলের গোবর নিকিয়া
বসিয়া ঠ্যালেক জাল ॥

১ জন্য, ২ তাহাতে, ৩ ভাবের দোষর, ৪ লাগায়ে।

গবোর নিকালুরে গোসাই
কাম করিলু ভাল
গাও কোনা ধুইয়া আসি
ভাত চাইবাট্টা আন্দ ॥

॥ ৫২ ॥

কুকিলা ডাকিস্ নারে আর
আমার বসোন্তের বাহার
নাবালোক[1] কালে মইলো পতি
যার পোড়া কপাল।

আমার পতি মারা গেল
আমার ননদুয় পাইচে ছল
পতির জ্বালা মোর বেষম জ্বালা
জ্বালায় ননোদী।

॥ ৫৩ ॥

কুরুয়া হায় হায়
আজি দ্যাকাও কুরুয়া মোর
বাবার দ্যাশের ময়াল রে
আজি দ্যাকাও কুরুয়া মোর
বনদুর দ্যাশের ময়াল রে ॥

সোনার নাংগোল[2] উপার ফাল
তাকে দিয়া মোর কুরুয়া
জুড়চে হালো রে
মোর সুনার কুরুয়া
ধুলায় বা আন্দিহাবো[3] রে ॥

মোর শাড়ীর আচল দিয়া
তোর কুরুয়ার
ঝাড়ি দেইম মুই ধুলা রে
ওরে কুরুয়া হায় হায়

১ অল্পবয়সী, ২ লাঙল, ৩ অন্ধকার।

আজি দ্যাকাও কুরুয়া মোর
বাওয়ান[১] দ্যাশের ময়াল রে ;

মোর মাতার ফাইলো দিয়া
তোর কুরুয়ার
বান্দি দেইম মুই খোপারে
ওরে কুরুয়া হায় হায় !!

আজি দ্যাকাও কুরুয়া মোর
বাবার দ্যাশের ময়াল রে
আজি দ্যাকাও কুরুয়া মোর
বনদুর দ্যাশের ময়াল রে ॥

মোর কানের বালা দিয়া
তোর কুরুয়ার
বান্দি দেইম মুই কানোরে।
ওরে কুরুয়া হায় হায় !!

আজি দ্যাকাও কুরুয়া মোর
বাবার দ্যাশের ময়াল রে
আজি দ্যাকাও কুরুয়ারে
মোর নাকের সোনা দিয়া

তোর কুরুয়ার ——
বান্দি দেইম মুই ঠোঁটরে
ওরে কুরুয়া হায় হায়
আজি দ্যাখাও কুরুয়া মোর
বাবার দ্যাশের ময়াল রে
আজি দ্যাখাও কুরুয়া মোর
বনদুর দ্যাশের ময়াল রে
ওরে কুরুয়া হায় হায় ॥

মোর গলার হারো দিয়া
তোর কুরুয়ার ——
বান্দি দেইম মুই গলা রে।

১ বাপের দেশের।

ওরে কুরুয়া হায় হায়
আজি দ্যাকাও কুরুয়া মোর
বাবার দ্যাশের ময়াল রে
আজি দ্যাকাও কুরুয়া মোর
বন্দুর দ্যাশের ময়াল রে ॥

মোর পাওয়ের ছড় দিয়া
তোর কুরুয়ার ——
বান্দি দেইম মুই পাওরে !

ওরে কুরুয়া হায় হায়
আজি দ্যাকাও কুরুয়া মোর
বাবার দ্যাশের ময়াল রে
আজি দ্যাকাও কুরুয়া মোর
বন্দুর দ্যাশের ময়াল রে ॥

যদি কুরুয়া তুই
আপোন হলু হয়
কইল্জা[১] ফাড়িয়া তোক
জাগা দিনু হয় !

ওরে কুরুয়া হায় হায়
আজি দ্যাকাও কুরুয়া মোর
বাবার দ্যাশের ময়াল রে
আজি দ্যাকাও কুরুয়া মোর
বন্দুর দ্যাশের ময়াল রে !!

॥ ৫৪ ॥

কে বাশি বাজেয়া যায়
বাড়ীর আগ দিয়া
ওরে তোর বাইশালের
গান শুনিয়া ও বাইশাল
মোন না অয় ঘরে রে
ও বাইশাল রে !!

১ কলিজা ।

ওরে আমরায় যামোঁ কইন্যা
বাড়ীর আগ দিযা,
নাইরো নাইয়ো তোমার স্বামীক
আমরা নেমোঁ সাতে রে ॥

শউড়ি : ঘর দ্যাকোঁ তোর
ন্যাপা পোচা[১] বউমা
দোরে অকৃতের[২] ধারা।

বউ : ওরে সুজেচি[৩] সুজেচি বুড়িমা
কালী ধরমের পাটা
ও বুড়ি মা গো !'

শউড়ি : ওরে হাল বনোঁ
হালুয়া ভাই রে
হসতে নিয়া পেলিট
এফাঁয়[৪] নাকি যাইতে দেইকচেন
গলা কাটা মৃদা
ও হালুয়া রে ॥

হালুয়া : কাউয়া হইলো কাণ্ডারি বুড়িমা
শগুন হইলো ব্যাপারী,
খাইচে খাইচে বুড়ি মা
তোমার যাদু মানিক,
ও বুড়ি মা ও !'

সে কতা শুনিযা বুড়িরে
কান্দে জারে জাবে
ওরে ব্যাটার শোকে কান্দি বুড়ি
জমিনোত্ পাইলো টলি রে
ও বুড়ি মা ও !!

কান্দিতে কান্দিতে বুড়িরে
আর কতেক দূর যায়
সামনে মরার হাড় হড্ডি

১ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, ২ রক্তের, ৩ মানত করা কালীর পাঠাকে বলি দিয়েছি, ৪ এ পার্শ্বে।

দ্যাকিবারে পায়,
ও বুড়ি মা ও !!

হাড় নিলে হাড্ডি নিলে রে
কুড়িয়া কুড়িয়া,
অন্‌চোলে বান্দিয়া বুড়িমা
যাবার নাগিল কান্দিয়া রে,
ও বুড়ি মাও !!

কতেক দূর হাতে বুড়ি
আর কতেক দূর গ্যালো
নদীর পাড়োত মনি ইষি
তারে দ্যাকা পাইলো রে
ও বুড়ি মা ও !!

আচোলে কি বাদা বুড়ি মা
কান্দেন জারে জারে
কইতে[১] কইতে বুড়িমা
পইলো টলিরে
ও বুড়ি মা ও !!

ওরে হাড় হড্ডি দ্যাকেয়া বুড়ি
কান্দে জারে জারে
ওরে মন ইষি দুইজোন
থাকে যে চায়া রে
ও বুড়ি মা ও !!

মস্তোক হাতে হাড় দ্যাকো
থোয়[২] বা থরে থরে
ওরে কাপোড় ঢাকিয়া হাড় হড্ডি
হুংকার ছাড়ে রে
ও বুড়ি মা ও !!

ডাক দেও এ্যালা[৩] ও বুড়ি রে
বাচা বাচা বুইলে,

১ বলতে বলতে, ২ রাখে, ৩ এখন।

জাগিয়া উঠি বুড়ির ব্যাটা
কান্দে জারে জারে রে
ও বুড়ি মা ও !!

॥ ৫৫ ॥

কোড়া শিকারী মোর বেনোদ্দরে !
নলের আগুন তলে তলে
খাগড়ার আগুন জ্বলে
মোর নারীর মনের আগুন
বাইরে ভেতোর জ্বলেরে !!
কোড়া শিকারী মোর বেনোদ রে !

কোড়া মারো অই না বিনোদরে
ঘর বান্ধিয়া বিলের মাঝে
তোমার জন্যে আনার পান
ঘরে নাহি থাকে রে !!
কোড়া শিকারী মোর বেনোদ রে।

জৈষ্টিক শাওন মাসেরে বেনোদ
কোড়ার ডাকবে ভাগে
শুনিয়া তোর কোড়ার ডাক
মোন মোর উড়াওঁ[১] পাড়াওঁ করে রে॥
কোড়া শিকারী মোর বেনোদ রে !!

কোড়ার ডাকো শুনিরে বিনোদ
আড়ার বাশা কাটিয়া
বানানো যে কোড়ার ফাঁদ
এ বিলোতে বসিয়ারে !!
কোড়া শিকারী মোর বেনোদ রে।

কোড়া কান্দে কোড়ি কান্দেবে
ও বেনোদ কান্দে যুব্বা নারী
তোর কোড়ার ডাকেরে বেনোদ

১ চঞ্চল হয়।

ছাইড়মোঁ[১] ঘরো বাড়ীরে !!
কোড়া শিকারী মোর বেনোদ রে।

তুমি থাকো বিলের মাঝে রে
বেনোদ আমি কান্দি মরি
বিলের মাঝে কাঁই[২] থাকেরে,
বেনোদ তোর ঘরোত যুব্বা নারী !!
কোড়া শিকারী মোর বেনোদ রে!

জষ্ঠি মাসের অইদেরে বিনোদ
গায়ের ঘামো ছোটে
মুচে দেইন তোর গায়ের ঘাম
এ শাড়ীর আচোলে রে !!
কোড়া শিকারী মোর বেনোদ রে।

আইসো আইসো আইসোবে বেনোদ
ওরে শিকার যে ছাড়িয়া
তোমারে করিমোঁ হাওয়া
বোগেলে বসিয়া রে !
কোড়া শিকারী মোব বেনোদ রে !!

॥ ৫৬ ॥

কোষ্টা বাড়ীর আইলোত্
বিলাই করে ম্যাঁও ম্যাঁও
ধরিস মুনুসা ছাওয়াটা মোর
বিলাই খ্যাদে দ্যাওঁ
কার ঘরের অংগিলা বিলাই বে !

কাইলো খাইলু পোড়া মাচ
আইজো আলু নোবে
সরুয়া কমর ভাংগিয়া দেইম তোব
নলুয়া ব্যাতের কোপে রে
কার ঘরের অংগিলা বিলাই বে ।।

---

১ ছাড়ব, ২ কে।

ছোট বিবি বারা বানে
বড় বিবি ঝাড়ে
তাক দেকিয়া অংগিলা বিলাই
মুচকি মারি হাসে রে—
কার ঘরের অংগিলা বিলাই রে।

কাইলো খাইলু ছিকার দুদ
আইজো আলু নোবে
সরুয়া কমর ভাংগিয়া দেইম তোর
গাটিয়া নাটির ডাংগে রে—
কার ঘরের অংগিলা বিলাই রে।

॥ ৫৭ ॥

ক্যানো বাবা দিলো বিয়া রে
পাচশো ট্যাকা দিয়া
সারা জনোম গ্যালো বুড়ার
পাকা চুল বাচিয়া !

শ্বশুর পাইনোঁ ভালো আমি
শউড়ী পাইনোঁ ভালো
ঘরের সোয়ামী আমার
না শোতে বোগোলে রে !

ছোট্ট একনা ডিংগী আছিল
মোর শ্বশুর বাড়ী
সেই ডিংগীত চড়ি আমি
দেমোঁ সাগর পাড়ি রে ॥

আগের ডিংগী য্যামোন ত্যামোন
পাচের ডিংগী মোন্দ
মাজের ডিংগীত চড়ি আমি
যামোঁ[১] বাবার বাড়ী রে ॥

---

১ যাব।

॥ ৫৮ ॥

গহিন গাংগে ধরো
নায়ের হাইল
সোনাব 'বনদুরে' ॥

জষ্ঠি 'ও শাওন মাসে
বিলোত্ পড়িয়া কোড়া কান্দে
কোড়ার কান্দন না সয় পরানে ॥

পাকীর মইধে গাং শাবো
নারীর মইধে চেকোন কালো
পুরুষ মইধে অসিকো ভোমোরা ।

মাচের মইধে কই মাচ ভালো
নারীর মইধে চেকোন কালো
শুপেরি কুটিনু ঘুচি ঘুচি
নং এলাচি ছাচি পান
বাটার পান মোর
বাটায় অইলো তোলা ।

যে নাইয়ার করিবে পার
তাকে দেইম মুই গলার হার,
পার করিলে যৈবন করিমোঁ দান ॥

॥ ৫৯ ॥

চাইর ট্যাকা দিয়া নিলু চাকরী
সগলে বলে পুলিশের চাকরী
সগুলে বলে পুলিশের চাকর ।

চকিদেরী চাকরীব বড় ন্যাটা
কিল খায় পাঞ্জারা ফাটা
উটতে শালা বসতে মাউগের[১] ভাই ।

১ স্ত্রীর ।

চকিদেরী চাকরী করেন তোমরা
একলায়[১] বাড়ীত থাকি হামরা
কাঁই বা আসি কিবা কতা কয়।

ঠিক হন তোমরা ঠিকের ঘরে
কোন শালায় কি কতে পারে
সে শালায় কি জেবোন বাচাইম মুই।

॥ ৬০ ॥

চ্যাংড়া বাপই রে
চুপ কবিয়া একনা কতা।
কয়া যা মোরে।

শরিষার ফুল বাপই
মাটির সোবা
নারীর সোবা বাপই
চালুয়া খোপা,
তোরে মোরে দারুন বিদি
নাই ন্যাকে জোড়া।

সকাল ব্যালায় গেইচনোঁ[২] আমি
জলের ঘাটে,
চকোয়া পাকী দ্যাকি
পরান রে ফাটে
মোর অভাগীর জোড়া
ন্যাকিয়াও নাই ন্যাকে

চকোয়ার জোড়া য্যামোন
শুন্নে ওড়ে
মোর অভাগীর জোড়া
ন্যাকিয়াও নাই ন্যাকে

চকোয়া[৩] পাকীর য্যামোন
পিটিত্ ন্যাকা,

১ একায়, ২ গিয়েছিলাম, ৩ চখা পাখী।

তোরে মোরে দারুণ বিদি
নাই ন্যাকে জোড়া।
ও চ্যাংড়া বাপই রে
চুপ করিয়া এক না কতা
কয়া যা মোরে ।।

।। ৬১ ।।

ছাইকপালী পোড়া মুকী রে
তোর সুক হইলো না !
বাপের মায়ের এ্যামনি নীতি
বেচেয়া খাইলে পাগলা পতি
ছয় মাসের মইদে
এ্যাকদিন আইসে
কতায় বলে না !!

এ্যাকলায় ঘরে শুতিয়া থাকি
চাইর[১] পাকে বালিশ আকি
আহারে অবোলার বালিশ
কতায় বলে না !!
ছাইকপালী পোড়া মুকী রে
তোর সুক হইলো না।

।। ৬২ ।।

ছাগোল চরায় সোনার বন্দু
ময়দানের ওপোরে,
দুই কইন্যা পাশ দিয়া যায়
হেলিয়া ঢুলিয়া রে।

আহারে সোনার কইন্যা রে !!
আমের গাচে নাইরে আম
গাচের আগোলোত্[২] টিয়া
তুমি ক্যানে চায়া দ্যাকো

১ চতুর্পার্শ্বে, ২ আগায়।

আমি অভাগিয়া রে।
আহারে পরানের বনদুরে ।।

ওরে তুমি হইলেন ধনীর গো ছাওলা
আমি অভাগিয়া--
ওরে কি দ্যাকিয়া চায়া থাকো
নাই হয় আমার বিয়ানে
আহারে পরানের বনদুরে ।।

শোন শোন ওহে কইন্যা
আমি কই যে তোরে,
ওরে যার চউকে যাঁই[১] ভালো নাগে[২]
জাইতে কিবা করে রে।
আহারে সোনার কইন্যা রে !!

।। ৬৩ ।।

জামাই ঝুনুকা বানেয়া দে !
ঝুনুকার ভরে হাটিবার না পাঁরো[৩] জামাই
পিটিত করিয়া নে মোরে
জামাই ঝুনুকা বানায়া দে।

জামাই হইলো হামার আসিয়া
বেটিক ছাড়ি কছে তাঁই[৪] তিন চাইর খ্যান বিয়া।

অসিয়া বনদুর অসিয়া কভা
দিবার চাইচে তাঁই আলোয়া পাতা,
দিন হইলে বনদু থাকে আতারে[৫] পাতারে
আইত হইলে তাঁই বোগোলে[৬] আইসে।

আসিয়া বনদুরে,
তোমার জন্নে আচি বসি কলার খোপাতে !!

।। ৬৪ ।।

ঝিয়ারি বউয়ারি ও
ও ঘাটে যাইস্‌না বউ
বাগ বারাইচে ।।

১ যে, ২ লাগে, ৩ না পারি, ৪ সে, ৫ বাহিরে ও পাথারে, ৬ নিকটে।

বাগা নোঁয়ায় বাগী নোঁয়ায়
চেকোন কালা,
বাঁশী বাজায় বন্দু
কদোম তলায়।

ঝিয়ারি ও বউয়ারি ও
ও ঘাটে যাইসনা বউ
বাগ বারাইচে !!

আসুক আসুক বাগা ব্যাটা
কাটিম তার কান,
অই বাগায় খায়া গেইচে
মোর বাটার পান !

ঝিয়ারি ও বউয়ারি ও
ও ঘাটে যাইস্না বউ
বাগ বারাইচে !!

আইসো বনদু মোর
না করি ও ভয়,
উচা কলার ভিটা
অই বাড়ী হয় !
ঝিয়ারি ও বউয়ারি ও
ও ঘাটে যাইসনা বউ
বাগ বারাইচে !!

আইসো বন্দু বইসো কাচে
তোমার জন্যে পান থুইচি[১]
খোপার মইদে।
তোমার পায়ে যদি
ভরে কাদো[২],
আসি বন্দু মোর খোপায় মোচ
ঝিয়ারি ও বউয়ারি ও
ও ঘাটে যাইস্না বউ
বাগ বারাইচে[৩] !!

---

১ রেখেছি, ২ কাদা, ৩ বের হতেছে।

॥ ৬৫ ॥

ঠাকুর কানাই এ্যালা ক্যানে ছাড়
আধেরময়া রে !!

দোপোর[1] ত্যাপোর ব্যালা
বইসেন বাবা কদোমতলা
কহিবো কহিবো কতা
তোমারে গোচরে রে !

ঠাকুর কানাই এ্যালা ক্যানে ছাড়
আধের ময়া রে !!

আশ্বিন কাতিক মাসে
গাচে গোমাস গুয়া
খাইতে বড় মিটা
এ্যালাকেনে[2] হইলাম আমি,
নুনের চায়া তিতারে
ঠাকুর কানাই এ্যালা ক্যানে ছাড়
আধের ময়ারে !!

॥ ৬৬ ॥

ডাইনে বইসে মোর
সোনার হরমুজ
বাঁয়ে বইসে মোর
উপের গুলুক জানীরে ॥

ওরে বকোন গুলুক জানবালী
অইনারে গুলুকজান এস্কোলেতে[3] যায় রে।
দ্যাকিয়া সোনার হরমুজ
কাঁদে হরমুজ ঘাটায় বসিয়া রে ॥

কনটই[4] অইলেন উপের গুলুকজান
অইনারে গুলুকজান
দ্যাকা দেও আমারে রে !!

১ সময়ে অসময়ে, ২ এখন কেন, ৩ স্কুলে, ৪ কোথায়।

কাদি কাদি সোনার হুরমুজ
    অইনারে হুরমুজ পতের দিকে চায়
ওরে কোন সোমেবেন[১]
    উপের গুলুকজান
অইনারে গুলুকজান
    আমাক ছাড়িয়া যান রে !!

ওরে পুবোত্ যামোন
    ভানুর ওদোয়[২] হয়
অইমোতোন জলচে উপমোর[৩]
    গুলুকজানীর গায় !!

দ্যাকিয়া গুলুক জানীর দুক
    অইনারে গুলুকজান
প্যাট নাই মোর ভোক রে !
আইসো আইসো উপের গুলুকজান
বইসো মোর বাঁয়ে রে।
আমি হঁমো অসেব হুরমুজ
    অইনারে গুলুকজান
তুমি নউতোন[৪] ফুলো রে !!

॥ ৬৭ ॥

ডাউক পালিমু পিন্জিরা দিনু
আরো দিনোরে
    সরুয়া নলের বাঁশী,
সরুয়া নলের বাঁশীর ফুঁকে
ও চিত মোর বাইর হওঁ
    বাইর হওঁ করে !!

দিন হইলে চলেরে
    ডাউক মোর
ও ডাউক মোর
    আতাবে পাতারে.

১ সময় বেন. ২ উদয়. ৩ আমার রূপ. ৪ নতুন

আইত্ হইলে চরে ডাউক মোর
ও ডাউক মোর বুকেরে
ও পোরে রে !!

চোট্ হাতে পাইল—চোঁবে
ডাউক তোক
ও ডাউক তোর আপোন
হস্তো দিযারে
তোর জন্নে মারবোঁ সোযামী
গলানা টিপিয়া বে !!

খেইতের সামায়
গেলুরে ডাউক মোর
ডাউক মোর বুকে
শাল্ দিযায়ে !!

!! ৬৮ !!

তুমি সোজা পতে
হাটিযা যাইও কালা
নারীর পেমো মইজোনা[১] !!

অম্পুরিযা[২] নং গুপারী
বামোন ডাঙ্গার ছাচি[৩] পান।
ভালো করি বান্দি যাইও খিলি
আমি কাইলকা[৪] হইচি অপোমান।
আমি হমোঁ পবোগা বাসী
ভোক[৫] নাগিলে খামোঁ কি ?
ওরে ধর বনদু চিড়া গো মুড়কি
গামচায় পাকা মিটাই[৬] বাইন্দাচি।
ওবে কাইলকা দিচি আয়নার গো বায়না।
ওবে সেতো আয়না আমি পাইনো[৭] না.
তুমি সোজা পতে
হাটিয়া যাইও কালা
নারীর পেমে মইজোনা !!

১ আসক্ত হয়োনা, ২ অংপুরিয়া, ৩ খাইবার পান, ৪ কাল, ৫ ক্ষিধা, ৬ মিষ্টান্ন, ৭ পেলাম।

ও আমার দাতের নিশি
চউকের গো কাজোল
আমার তাও আনা হইলো না !!

ওরে কাইল্কা দিচি
কাকইর[১] গো বায়না,
সেও কাকই আমি পাই নোঁ না !!

আমার মাতাটা আউলা রে[২] ঝাউলা,
আমার শিতা কাটা[৩] হইলো না
ওরে কাইল্কা দিচি
শাড়ীর গো বায় না,
সেও শাড়ী আমার আইলো[৪] না !!

আমার পেঁদনোত্[৫] হইলো
চিরা গো ত্যানা,[৬]
আমার নাইযোর যাওয়া হইলো না !!

তুমি সোজা পতে হাটিয়া যাইও কালা
নারীর পেমে মইজোনা।

॥ ৬৯ ॥

তোর বাবা ঘুমাইলো রে
ছাওয়া তুই য়োঁ রে ঘুমাও,
ঝড়ি পড়ে ইমি ঝিমি নলেয়া বয় বাও
ঘরের পাচে সোনা বন্দু ভিজিয়া মরে গাও
ছাওয়া তুই য়োঁ রে ঘুমাও।
শিমুল খুটার কপাট খানি হালাইলে হালে
আস্তে আস্তে মারো মজা নন্দি জাগে,
ডাইনে আচে খোকার বাবা, বামে শুতচি আমি
আস্তে আস্তে আইলেন বন্দু টের পায় না যেন সোয়ামী।
মাজিয়ায় আচে তুষের আগুন আস্তে ফ্যালান পাও।
শিতানে আচে পানের বাটা চুন তাকিয়া খাও ॥

১ চিরুনীর, ২ আলু থালু, ৩ মাথার চুল আঁচড়ানো, ৪ আসল না, ৫ পরনে, ৬ ছিঁড়া (ন্যাকড়া) কাপড়।

ডাইনে আচে পানের সোগানী, বায়ে চাপিয়া বইসো
শিতানে আচে বান্দা হুক্কা পানি ফ্যালেয়া খাইয়ো।

আহারে সোনার বন্দু আস্তে আইসো ঘরে
তোমার জইন্যে কোমল পান সদাই ক্যামন করে—
চিকায় আচে দুদের-খোরা পড়িয়া নিয়া খাও
বাইরেতে ক্যান বন্দু ভিজিয়া মরেন গাওরে।

তোর বাবা ঘুমাইলো রে চাওয়া
তুই-যো রে ঘুমাও।

আইসো আইসো ওরে পান নাত
তুমি খাইকো বসিয়া
কি-যোক লাগে ছালের কামাই
আমি নারী পুষিবো তোমায়
বারানী[১] বানিয়া-রে।

আমার বাড়ী যাইয়ো পান নাত
বসতে দেবো মোড়া
হাটুর ওপর হাটু থুইয়া বাজানোঁ দোতারা রে।

আমার বাড়ী যাইয়ো পান নাত
খাইয়ো বাটার পান
এ হ্যান সোনার যৈবোন তোমায় কইরবো দান রে।

ধান কাটে ধানুয়া ভাইয়া
ছাড়িয়া ধানের নাড়া
এ হ্যান সোনার যৌবন ছাড়িয়া
না যায় ছাড়া রে।

॥ ৭০ ॥

দাদা বলই রে
এ্যাত[২] দুক্ক দাদা
না সয় শরীলে ॥

ননী খাইতে দাদা
পইনোঁ ধরা।

১ অন্যের, ২ এত দুঃখ।

বাপো গায়ে কয়
ননী চোরা রে!

এ্যাত আইতে যাবার কয় মোক
আইনা ননী পাড়া !!

মুইনা জানোঁ দাদা
জানে মোনে
আর এ্যাক জানে দাদা
ভগোবানে।
তোর সাতে কচেচাঁ পিরিত
দাদা অবিয়া[১] হাতে।।

কুনতি[২] যান বে দাদা
হাল ধরিয়া
মুই নারী চাগা[৩] থাকোঁ
ভুলকি[৪] মারিয়া !!

কলাব খোপোত চামকা[৫] টানোঁ
মব্বাত করিয়া।

কুনতি যান দাদা বাঁশি ধবিয়া
মুই নাবী বসি থাকোঁ
ভুলকি মারিয়া !!

তোর বাঁশীর গান শোন মুই
বিচনাত শুতিয়া !!

কুনতি যান দাদা
দোতবা ধবিয়া
মুই নারী চায়া থাকোঁ.
কান আড়েয়া[৬]
তোব দোতরার ডাং শোনোঁ
বিচনাত[৭] শুতিয়া !!

১ বিবাহের পূর্ব থেকে, ২ কোথায় যান, ৩ চেয়ে থাকি, ৪ আড়াল থেকে দেখা। ৫ কলার শুকানো পাতা টানি, ৬ কান পাতিয়া ৭ বিছানায় শুইয়া।

॥ ৭১ ॥

দিনের দেওরা[১] আইতের বন্দুরে
মাল্লে জাতি কুল,
তোকে দ্যাকিয়া মোর যোবোতির মোন
হইল রে আকুল।

আইতে[২] আইতে যান বন্দুরে
চোরা কয় মানুষে,
তোর সাথে পেম করিয়া
মনু যে হুতাশে রে।

যকোন তুমি গান বন্দুরে
এ গানো গাহিয়া
বিচনাত্[৩] শুতি শোনো গান
কানদো মুছু বসিয়া ন ॥

পাকা যদি কেল দিতো বন্দুরে
অবাগিনীর গায়,
উড়িয়া যায়া পন্নু[৪] হয় মুই
তোর বদুযার পায় রে।

ঘরের বরি পানিয়া মরা রে
বাইরের ননোনদি।
তারো চায়া অদিক বরি হইলো
গেরামের আশ[৫] পরশি রে ॥

দ্যাকা কইরব্যার না পাও বন্দুরে
আতরি নিশা ভাগে।
চউক মুঁজলে দ্যাকোঁ বন্দু
আইমেনো[৬] সপোনে রে ॥

আগে যদি কেল জান্নু[৭] হয় বন্দুরে
নদীত্ দিনু হয় বানা।
তোমার সাথে পেম করিয়া
কইল—জায় পইলো হানারে।

১ দেবর, ২ রাত্রিতে, ৩ বিছানায়, ৪ পাড়লাম, ৫ পাড়া প্রতিবেশী, ৬ আসেন, ৭ জানতেম।

॥ ৭২

দেওয়ার ঝড়ি আইলো রে
ওতার পড়ে টোপা টোপা,
ছাড়িয়া দেরে চ্যাংড়া বন্দু
ঝাড়িয়া বান্দো খোপা।
দেওয়ায় ঝড়ি আইলো রে ॥

ঝড়ি পড়ে টাপুর টুপুর
ঘুন্নি বয়ে বাও,
ছাড়িয়া দেরে চ্যাংড়া বন্দু
দেইক্‌পে[১] শউড়ি যাও
দেওয়ার ঝড়ি আইলো রে ॥

ঝড়ি পরে টাপুর টুপুর
দেওয়ায় নিলে আড়ি,
ছাড়িয়া দেরে চ্যাংড়া বন্দু
ঘুরিয়া যাঁও মুই বাড়ী।
দেওয়ার ঝড়ি আইলো রে ॥

ঝড়ি পড়ে টাপুর টুপুর
জলোত্‌ আইলাম আমি
খানকায়[২] থাকিবা মোরে
দ্যাকি বে সোয়ামী রে,
দেওয়ায় ঝড়ি আইলো রে ॥

ঝড়ি পড়ে টাপুর টুপুর
দেওয়া ওটে চিলকি[৩],
বাইর থাকিয়া মোরে
দ্যাকিবে ননোদি রে,
দেওয়ায় ঝড়ি আইলো রে ॥

৭৩ ॥

দ্যাক ভাই কলিকালে
ছাইকোলের কি সন্মান
দ্যাক ভাই কলিকালে ....।

১ দেখবে, ২ বাহির ঘরে, ৩ বিজলী চমকানো।

যতো ভদ্রলোক
ছাইকোলেতে চড়ে
ভ্যাক[১] দেকিয়া ঘাড়োত্ তোলে
দ্যাক ভাই কলিকালে...
ছাইকোলে কি সন্মান
দ্যাক ভাই কলিকালে .... !!

দুই হাতে হ্যাণ্ডেল ধরে
ঝাঁপ দিয়া ছাইকোলোত চড়ে
দুই পায়ে প্যাটেল মারে
চাপিয়া হ্যানডেল ধরে,
দ্যাক ভাই কলিকালে
ছাইকোলের কি সন্মান
দ্যাক ভাই কলিকালে .... ।।

ছাইকোল অইলো মুচির ঘরে
চামের বোঝা ছাইকোলেতে তোলে,
বাবুর ব্যাটা সাজ ধরে,
দ্যাকভাই কলিকালে
ছাইকোলের কি সন্মান
দ্যাকভাই কলিকালে ..।।

যারা ভদ্রলোক সভ্যোত আছে
ছাইকোল তারা ভালো না বাসে
হাটিয়া চলে, বাতের বিষ পায়ে ধরে,
দ্যাক ভাই কলিকালে
ছাইকোলের কি সন্মান
দ্যাক ভাই কলিকালে ।।

।। ৭৪ ।।

ধন কি ধন রে
এ্যাতই শোভা কি তোমার শরীলে !
আইসপার চাইলেন দোপর আইতে

১ কাদা দেখে।

আইস্তে কলু নিশা ভোর
চ্যাংড়া বন্দু যাত্বা[১] কতা তোর ॥

আইতে আইসেন আইতে যান
কোন দিন বা নাতে ধরা পড়েন।

মোমের বাতি লাগোযা[২] দেইম
তোর হাতে রে।
ও ধন কালিযারে।

তকোনে না কইচনোঁ[৩] 'বন্দু'
চাকরি নোঁযাযার[৪] ভালো
নল খাগড়া কাশিযার ঘুতায[৫]
পাযোর যাইবে ছ্যালোবে।
ও ধন কালিযারে ॥

॥ ৭৫ ॥

ধরিযা চালের উযা[৬]
খিতি[৭] দ্যাকোঁ বন্দু
    সিতি[৮] ধূযা রে।

কি ওরে ভিন দ্যাশিযা মাকেলা
তোর আগালে[৯] জোড় জোড়
    বইগলার[১০] ভাসা ॥

নাউ কোঁটো মুই ফালা ফালা
কোঁটো আনাজ মুই
    নাউযের আগা ॥

ধরিয়া চালের কানি[১১]
    সদায[১২] মোচোঁ চউকের[১৩] পানি রে।

কি ওরে ভিন দ্যাশিয়া মাকেলা,
    তোর আগালে জোড় জোড়
        বইগলার ভাসা

১ মিথ্যাবাদী, ২ লাগায়ে, ৩ বলেছিলাম, ৪ নয়, ৫ হানে, ৬ কথা, ৭ যেদিকে দেখি। ৮ সেইদিকে খালি, ৯ তাগোয, ১০ বগের বাগা, ১১ কোন, ১২ সবসময়, ১৩ চউখের পানি মুছি।

ধরিয়া চালের বাতা[১]
সদায় ওঠে বন্দুর কতা রে ।।

কি ওরে ভিন[২] দ্যাশিয়া মাকেলা
তোর আগালে[৩] জোড় জোড়
বইগলার ভাসা ।।

বাড়ীর ওত্তোর[৪] পাকে
জোড় শিমলার গাচ আচেরে.
ওরে ভিন দ্যাশিয়া মাকেলা
তোর আগালে জোড় জোড়
বইগলার ভাসা ।।

।। ৭৬ ।।

ধল্লা নদীর ভাংগোন দ্যাকিয়া
সকিন চেংড়িটা কান্দে রে ভাই
মাতাত্ হাত দিয়া ।

ধল্লা নদী কল্লে রে ভাই
আমার দেওলিয়া
বন্দুর বাড়ী ভাংগিয়া
কল্লে[৫] দেশান্তর ।

ধল্লা শোন মোরে কতা
ধল্লা শোন মোরে কতা
বন্দুর বাড়ী না ভাংগিলে
দেইম ধলা পাটা ।

আমার বাড়ী এপারে
বন্দুর বাড়ী ওপারে
এ পিরিতি করিব ক্যামনে
মল্লার নদীটায় খাইচে ।

১ চালের কাবারী, ২ অন্য দেশীয়, ৩ আগায়, ৪ উত্তর পার্শ্বে, ৫ করল ।

॥ ৭৭ ॥

ধেরে ধেরে যায় রে বিরবল
ঘুরিয়া ঘুরিয়া চায়
মুই নারী দুক্কোতে মরোঁ
মোর বনদুক আনি দ্যাও রে।
মোর বীরবল রে ॥

চউকের[১] পানি ওরে বিরবল
কালি বানাইয়া,
শাড়ির আচলে ন্যাকিনু চিটি
নেরোলে বসিয়া রে।
মোর বিরবল রে ॥

কোন জনোঁ আচেরে বিরবল
মোর দুক্কো বোজে,
কোন দ্যাশে আচে রে বনদু
খবোর কেবা দিবে রে।
মোর বিরবল রে ॥

বিদ্যাশোতে গেইচে বনদু মোর
ওরে দুক্কো নাহি জানে,
কার হাতায়[২] পাটাইম[৩] চিটি
কোন জনোঁ আচে মোরো রে।
মোর বিরবল রে ॥

ছোট্ট হাতে[৪] পাইলচোঁ[৫] রে বিরবল
দুদো ভাত খিলিয়া,
এই বেপোদে[৬] ওরে বিরবল
মোর বনদুক দেও আনিয়ারে।
মোর বিরবল রে ॥

১ চক্ষুর, ২ কার দ্বারা, ৩ পাঠাব, ৪ ছোট হতে, ৫ পালছি, ৬ বিপদে।

গাইও জানি দিচে বন্দু
ছাওয়াক দুদ খিলাইতে[১]
কোলার ছাওয়াল কোলায় মারিয়া
দুদ খিলাইম তোমারে রে।
মোর বিরবল রে।।

গোয়ামী আইলে বুজাইম রে বিরবল
তার বোগোলোত[২] বসিয়া
ভগোত[৩] মইরচে কোলার ছাওয়া
তুই সাক্ষি দেইস বসিয়া রে।
মোর বিরবল রে।।

এ্যাকদিন আলচিল[৪] বন্দু
চাপে আরো চুপে,
বুড়া শইষরোক জাগাচ্লু বিরবল
তোর ম্যাও ম্যাও ডাকে রে।
মোর বিরবল[৫] রে।।

গোসা হয়া গেইচে[৬] বনদু
মোর বোগোল ছাড়িয়া
দুদ ভাত খিলাইম রে বিরবল
গালার হার বিকিয়া[৭] রে।
মোর বিরবল রে।।

যাও যাও ওরে বিরবল
পতিরো তল্লাসে,[৮]
পতি আইলে[৯] খিলাইম বিরবল
ভাজা মাচো তোকে রে।
মোর বিরবল রে।।

।। ৭৮ ।।

নউতোন পাতিলে রে
এ ভাতো আঁন্দিনুরে
সেও ভাত মোর বন্দুয়ায় নাই রে খায়!

১ খাওয়াইতে, ২ নিকটে, ৩ রোগে, ৪ সে ছিল, ৫ এখানে বিড়ালকে বিরবল নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে, ৬ গিয়েছে, ৭ বিক্রয় করে, ৮ খোঁজে, ৯ আসিলে।

বন্দুয়াক ভাত আনিয়া দিতে
দ্যাকিল পানিয়া[১] মরায় রে!
ভয়ে সোনা বনদু মোর
কাইন্চা[২] দিয়া দউড়ায়!

মোনেরো হারোষে রে
এ বিচ্না পাড়িনু রে
সোনা বনদু মোর না অ্যাইলো ক্যানে?
আগে যায়া পানিয়া মরায়
বিচনা দকোল করিচে রে
ভয়ে সোনা বনদু মোর না আইসে বোগোলে[৩]।

ওরে তুই বনদু আসিবার বইলে
পান সাজাইলাম বাটাতে
আরে সেও পান মোর শুকিয়া হইলো ঝুনা।
পানিয়া মরায় খাইচে রে পান
এ গালো ভরিয়া রে—
সোনা বনদু মোর না আইসে ক্যানে।
ওরে তুই বনদু আসিবার বইলে
দোর খুলি থাকিলাম রে
সারা আইত দোর মোর উদাও[৪] পড়িয়া আচে।
ওরে বনদুয়ার বদোলে রে
চোরায় সাদ মিটাইচে রে
সোনা বনদু মোর না আইলো ক্যানে।

॥ ৭৯ ॥

নউতোন[৫] পিরিতির বড় জ্বালা!

দেওয়ায় করিলো ম্যাঘ ম্যাঘালিরে
ও তার ফরকিয়া[৬] উটিল দেওয়া

---

১ গ্রামে তাচ্ছিল্যভাবে স্বামীকে পানিয়া মরা বলা হয়, ২ বাড়ির পিছনের স্থান, ৩ নিকটে,
৪ উন্মুক্ত, ৫ নূতন, ৬ মেঘের ডাক ও বিদ্যুত চমকানি।

ঘরে আচে অই নারে নাতো
এ পানিয়া মরা রে—
নউতোন পিরিতির বড় জ্বালা !

ওরে গাও মাতা ধুইয়ারে
এ শাড়ী পিন্দিনু[১] রে
আরে ঠসকে নগকে ফ্যালাঙ পাও
ওরে পুবালা পশ্চিয়া বায়ে
এ শাড়ীর অনুচল উড়াইলো রে
আরে সোনা বনদু মোর
দ্যাকিলে সর্ব গাঙ[২]।
নউতোন পিরিতির বড় জ্বালা।

॥ ৮৩ ॥

নাও নষ্ট গোদারীর[৩] ঘাটে
নারী নষ্ট বাপো মায়ের ঘরে
পুরুষ নষ্ট শহরে বন্দরে।

পাকীর মধ্যে গাং[৪] শারো
নারীর মদ্যে চেকন[৫] কালো
পুরুষের মধ্যে অসিকো নাগর।

ফুল মইদে সরিষার ফুল
যোবতীর মন আকুল
দেগল[৬] ক্যাশে নারীর গৈরোব
হ্যাওার[৭] গৈরোব পাতে।

শাল ঘুটা যায় বেশী
কাটে[৮] কয় আমি বেশী
সোনাইলে[৯] কয় তুই
তিন দিনের পরবাসী।

সনে[১০] অওলা নারী জাতি
সোনাইলের মোত ধরে মুরতি।

১ পরলাম, ২ সর্ব শরীর, ৩ নউকা রাখিবার স্থান, ৪ গাংচিল, ৫ চিকন, ৬ দীর্ঘ, ৭ ক্যারেণ্ডা গাছ, ৮ কাঠে বলে, ৯ সোনাইল এক প্রকার শক্ত গাছ, ১০ সহ্যগুণ সম্পন্ন।

ফুল মইদে শেমল[১] ফুল
নারী জাতীর মোন আকুল
পতি বিনে থাকপো[২] ক্যামনে।

যার পতি নাইরে ঘরে
সদায় মোন তার উড়াওঁ [৩] পাড়াওঁ করে
ক্যামনে থাকপো নারী হয়া বাপ মায়ের ঘরে।

॥ ৮১ ॥

নারীর মোন মোর উতাল পাতাল করে।
এ্যাকনা তারা দুকনা তারা
তারায় ঝিলমিল করে
এ্যামোন সোন্দোর রাইত কোনা যায় ....
পতি নাই মোর ঘরে রে।
নারীর মোন মোর উতাল পাতাল করে।

যাহার ঘরে আছে পতি
আন্দিয়া বাড়িয়া খায়
যাহার ঘরে নাই পতি
পরার মুক চায় রে।
নারীর মোন মোর উতাল পাতাল করে রে ॥

॥ ৮২ ॥

নালটিয়ার গাছে
শালটিয়ার বাসা
হয়তো বাড়াইলে
পাওয়া যায় ধরা।

এ জাগার চ্যাংড়া গুলা
দুই চউক খাওয়া
মুই নারীটা একলায়
জলোত যাঁও।

১ শিমুল ফুল, ২ থাকিব, ৩ কোন কাজে মন বসে না।

কলা না বলোঁরে
আটিয়া কলারে
তোর কলা বগ্‌দুলে
চুষিয়া খায়!

পরার পুরুষ কবু
আপোন নোঁয়ায় রে
চপুর আইত থাকি
সকালে ছাড়িয়া যায়!

নিন্দের আলিশে হাত পাইলো বালিশে
হাস্তেয়া দ্যাকোঁ সোনা
'বনদু' নাই বোগোলে।

চপুর[১] আইত থাকিয়া
ককোন বা গেইচে রে
সোনার গাও মোর
হিঁয়াল[২] হয়া আচে॥

॥ ৮৩ ॥

পতো ছাড়িয়া দেরে দোয়ারী
নাওঁ বদুয়াক্‌ দ্যাকিতে।
দ্যাকিয়া আইসোঁ বন্‌দুক
আচে কোন হালে।

শোন শোন ওরে সোনদোনী
আইজ তুই যাবু কোন পতে
ডাকে নিয়া যায় খোয়াচিস
মোক মশার হাতে।

চি ছি্‌ ওরে দোয়ারী
নজ্জা নাই তোর শরীরে
অইগলা[৩] কতা কইস যায়া
তোর মাও বইনের আগে।

---

১ সারারাত্রি, ২ ঠাণ্ডা, ৩ ঐ সমস্ত কথা।

আর একবার যদি কড়িস আও
কামড়ে ছিঁড়িম তোর অইনা সোনার গাঁও,
শোন শোন ওরে নারীর ঘর
কতায় ক্যান তোর জ্বলে গাও
মাড় ফেলেয়া দিচলু[১] সেদিন
অইনারে সোনার গায়।

সিদিন গেচলু ওরে নারী
আমার হাতে বাচিয়া
আইজ দেকিস কোন্ পতে তুই
যাইস আমায় ছাড়িয়া।

ছি ছি ওরে দোয়ারী
আইগলা কতা না কইস মোর আগে
মানুষে শুনলে কত লজ্জা দিবে আমারে।

মোনের কথা ওরে দোয়ারী
কওতো মোরে ভাঙ্গিয়া
কি জইন্যে আমার পত
আকিস[২] বান্দো করিয়া
শোন শোন ওরে নারী
কওঁ[৩] কতা ভাংগিয়া
না পুরাইলে মনের আশা
না দেইম[৪] তোকে ছাড়িয়া।

॥ ৮৪ ॥

পান কানদে মইশাল বন্দু রে॥
যকোন করিলাম পিরিত
গাচে নউতোন পাতা
এ্যালা ক্যানে ছাড়েন পিরিত
কয়া নিটুর কতা রে।
পান কানদে মইশাল বন্দু রে॥

১ দিয়েছিলে, ২ রাখস, ৩ বলি, ৪ না দিব।

যকোন করিলাম পিরিয
তুমি আমি জানি
এ্যালা ক্যানে সিগলা[১] কথা
নোকের মুকে শুনি রে।
পান কানদে মইশাল বনদু রে ।।

যকোন করিলাম পিরিত
কলার গাচের আড়ে,
এ্যালা[২] ক্যানে ছাড়েন পিরিত
মাঘ মাসিয়া জাড়ে রে।
পান কানদে মইশাল বন্‌দু রে ।।

যকোন করিলাম পিরিত
ভাংগা ঘরে শুতিয়া
আশ পরশির মাতা খায়া
তাবা দিল কয়া রে
পান কান্দে মইশাল বন্দু রে।

যকোন করিলাম পিরিত
বকল গাচের তলে
নেয়োরে[৩] ভিজিল শাড়ী
গামচা বিচান তলে রে ।
পান কান্দে মইশাল বনদু রে ।।

যকোন করিলাম পিরিত
সান বান্দা গাটে
আসমানের চাদ যেন
তুলি দিচে মুকেরে।
পান কান্দে মইশাল বন্‌দু রে ।।

আমার বাড়ী যাইয়ো মইশাল
অইনা বরাব রে
ডালিমের তলোত বাড়ী আমার
দক্কিন দুয়ারী ঘর রে।
পান কান্দে মইশাল 'বন্‌দু রে ।।

---

১ সে সব কথা, ২ এখন, ৩ শিশিরে।

আমার বাড়ী যাইয়ো মইশাল
বইসতে দেমোঁ মোড়া
জল খাওয়ার দেমোঁ তোমাক
শালি ধানের চিড়ারে।
পান কান্দে মইশাল বন্দু রে ।।

মইশ চরাইতে যানরে মইশাল
অবোনো জন্মগোলে
অরোন মইশে খাইবে ধান
বান্ধিয়া মাইরবে তোরেরে।
পান কান্দে মইশাল বন্দু রে ।।

মইশ আকো অইনা মইশাল রে
মইশাল ঐনা মইশ বাতানে
তোমাকে দ্যাখিতে আইলাম
পানি নিবার ছলেরে।
পান কান্দে মইশাল 'বন্দু রে' ।।

মইশ চরাইতে যানরে মইশাল
হাতে নিয়া ব্যানা,
তোর পেঁদোনে[১] গুটকি ধুতি[২]
মোর পেঁদোনে[৩] ত্যানারে।
পান কান্দে মইশাল বন্দু রে ।।

তোর মইশালের দুব-গাইত দ্যাকিয়া
মইশাল আউগিয়া দিনুরে ছাতি,
আশ পশিশ দিলে গালি
মইশাল ভাতারিরে।
পান কান্দে মইশাল বন্দু রে ।।

ওপারে নেপরা ঘাসরে
মইশাল মইশে না খায় ঘিনে
আলো চালের[৪] ন্যাটকা ভাত
চেংড়ি মায়ার গুনে রে।
পান কান্দে মইশাল বন্দু রে ।।

১ পরনে, ২ ছোট বেমানান ধুতি, ৩ ছিঁড়া কাপড়, ৪ বেশী পানিতে সিদ্ধ ভাত।

ওপারে নাইড়োলের গাচ
শুকিয়া হইলোরে ঝুনা
ঢেংড়ি ম্যায়ার মুকের চুমা খাইতে
ভাংগিল নাকের গুনা রে।
পান কান্দে মইশাল বন্দু রে।।

তোর মইশালের দুর-গাত দ্যাকি
মইশাল গামচা দিনুরে আনি
বাপো মায়ে দিচে গালি
বলি কলংকিনিরে।
পান কান্দে মইশাল বন্দু রে।।

তুমি যদি যাওরে মইশাল
কাঁইদবে আমার হিয়া
ঘাড়ের গামচা দিয়া যাও
থাকিম বুকে দিয়ারে।
পান কান্দে মইশাল বন্দু রে।।

।। ৮৫ ।।

পান নাতরে গাও তোলো
গাও তোলো পান নাত!
উটিয়া যাওরে বাড়ী।

তুই চ্যাংড়টা মোচলমান
মুই নারী বানিয়ারে!
সোনার 'বন্দু' গাও তোল।।

গাও তোলো গাও তোলো পান নাত ফিরিয়া যাওরে বাড়ী
আইত পোয়াইলে,
চকিদারেরে পান নাত,
হসতে দিবে দড়ি
সোনা বন্দু গাও তোলো।।

দড়ি দিবে বেড়ি দিবে রে
পান নাত জান কইবরে ফানা রে

কাইল বিয়ানা
চালান দিবেরে
বাগ দুয়ারের খানা রে
সোনা 'বনদ্' গাও তোলো ॥

॥ ৮৬ ॥

পান পিয়া সকি
ডালিম গাচে মোর ডালিম অইলো পাকি !
ডালিম হইলো ডগ্‌মগ্
অস[১] পড়ে ফাটিয়া
কতই দিন আকিমো[২] ডালিম
এ গামচায় বান্দিয়া রে !
পান পিয়া সকি—
ডালিম গাচে ডালিম অইলো পাকি ॥

বিয়ার আইতে ছাইড়ছে পতি
ছোট যে বুলিয়া.
যুব্‌বা হনু[৩] তাতো পতি
না আইসে ফিরিয়া রে !
পান পিয়া সকি—
ডালিম গাচে ডালিম অইলো মোর পাকি ॥

গাচের ডালিম ব্যামোন[৪] ভাই রে
উগি[৫] গুলায় খায়,
মোর নারীর ডাংগর ডালিম
গড়াগড়ি যায় রে !
পান পিয়া সকি—
ডালিম গাচে ডালিম অইলো মোর পাকি ॥

ছিড়িব্যারো জিনিস নোঁয়ায়[৬] রে
ছিড়িয়া ফ্যালামো[৭]
খসেবারো জিনিস নোঁয়ায়
তপাতোত্[৮]. ফ্যালেয়া দেমোঁ রে !

১ রস, ২ রাখব, ৩ যুবতী হলেন, ৪ যেরূপ, ৫ রুগী, ৬ নয়, ৭ ফেলিব, ৮ দূরে ।

পান পিয়া সখি—
ডালিম গাছে ডালিম অইলো মোর পাকি ।।

পাখি যায়মোন বাশি ভাগা
পন্‌কে[1] যান চাড়ি ।।
অইমোত গেইচে পাখি
অবোলাক বদিয়া রে ।
পান পিয়া সখি—
ডালিম গাছে ডালিম অইলো মোর পাকি ।।

ছোট গাছে বড় ফল
মোনের আগুন জলে
কোন জন দরোদি আছে
মোনের খবর নিবে রে ।
পান পিয়া সখি—
ডালিম গাছে ডালিম অইলো মোর পাকি ।।

যাও কুকিল বন্দুর দ্যাশে
অনাগিনীর খবোর নিয়া
দোপোর[2] আইতে মোনের আগুন
ওটে মোর জলিয়া রে ।

॥ ৮৭ ॥

পান সকিরে
মহাজনের নাগাৎ[3] পাইলে
নেবো কয়টা ট্যাকা
হাত ধরিয়া পাও ধরিয়া
নেবো বিয়ার ট্যাকা রে ।

বিয়ার কতা বড কতা
জানে সববো নোকে
বিয়ার কতা বামন কয়
কোন বেন মহাজোনে রে ।

১ নিমিষে, ২ দুপুর রাতে, ৩ দেখা পেলে ।

ঘোটক যায় আগে আগে
লোয়ার চাউল তার পাচে
গেরামী[১] লোক উটি বলে
আজোব তামসারে,
ও পান সকিরে।

গাইয়ের সোবা পিয়া[২] বাচুন
ঘোরে পাচে পাচে রে,
ও পান সকিরে।

মায়ের সোবা কাচুয়া[৩] ছাওয়া
দুই হাতে দুদ ধরিয়া খান রে
ও পান সকিরে।

হাটি যান বাজান যান রে
ছাওয়ার আনেন কলা
আর খরোচ গ্যালোন ত্যানোন
মোর আলোয়া[৪] পাতা রে
ও পান সকি রে

॥ ৮৮ ॥

পানের কুকিলা !
আইত[৫] দোপোরে মোনের আগুন
উটিল ঘলিয়া !

বন্দুর কাচে যাওরে কুকিল
মোর সংবাদ নিয়া
অভাগিনী নারীর যৈবোন
গ্যালোরে ভাসিয়া !!

আকাশেতে ওটে চাঁদ
সাতে নিয়া তারা
এ হ্যান নারীর যৈবোন
ছাড়িয়াও না যায় ছাড়া রে !!

---

১ গ্রামের লোক, ২ ছোট বাচুর, ৩ ছোট ছেলে, ৪ পাতা, ৫ রাত্রি দুপুরে।

॥ ৮৯ ॥

পিরিত ভাংগিলেন চ্যাংড়া
মুকের কতাতে।
কার পিরিতের আশে
ছাড়িলেন মোরে।
ও চ্যাংড়া কি বুজাওঁ[১] তোরে!

এ্যাকটা পয়সা দিবার চাইলে
ময়েনউদ্দিন সরকারে,
ময়েনউদ্দি সরকার রে ভাই
বড়ই অসিয়া,
সকের কারোনে কল্লে
তিন তিন খ্যান বিয়া।

চিলমারীতে কচে বিয়া।
তিন শো ট্যাকা পন দিয়া
পাও ছাড়া ওপোরে দিচে ভাই
সাত ভরি সোনা
সাতাত্‌ দিচে রে ভাই গিতি পাটি
গালাত মপচেন হার
হাতোতে অনোন্‌তো দিচে ভাই
দ্যাকিতে বাহার।

পিরিত করিলেন চ্যাংড়া
মুকের কতাতে
কার পিরিতের আশে
ছাড়িলেন মোরে,
চেংড়া কি বুজাওঁ তোরে।

এ্যাক সাতে হাটোত গেচি
কতা খাচি মলা মুড়ি
এ্যাক সাতে গেইচনোঁ[২] হামরা
জলের ঘাটে।

১ কি বুঝাব, ২ গিয়েছিলাম।

॥ ৯০ ॥

পুষপো আজার দিচে ডিগি
বনদু তলে বাইবে ঝোনা
মুই নারীটা চান করোঁ
পাক পাড়ে ভোমরা রে।
কার জইন্যে আকিবো সোনার যৈবোন।

কাটালের বসন্ত কালে
কাটালে ফ্যালায় মুচি
নারীরও বসন্ত কালে
মুকে মুচকি হাসি রে।
কার জইন্যে আকিবো সোনার যৈবোন।

ঘাসের বসন্ত কালে
গবরা[১] থোপা থোপা
নারীরো বসন্ত কালে
তুলিয়া বান্দে খোপারে।
কার জইন্যে আকিবো সোনার যৈবোন।

পতি গেইচে দূর দ্যাশে
দিয়া মাতার কিড়া
আর কতদিন আইক্‌পো[২] যৈবোন
অনচ্‌লে[৩] বান্দিয়া রে।
কার জইন্যে আকিবো সোনার যৈবোন।

পুবালী বাতাসে ওরে বনদু
ছাড়িয়া না যান মোরে
বনদুর বাড়ী ও লাইনের ধারে
আইসপে[৪] বনদু টেনে[৫] চড়ে।

পুবাল বাতাসে ওরে বনদু
ছাড়িয়া না যান মোরে

১ এক প্রকার ঘাস, ২ রাখব, ৩ আঁচলে, ৪ আসবে, ৫ ট্রেনে।

বনদুর বাড়ী কাশিয়া বাড়ী
আসবে বনদু গাড়ীত চড়ি।

পুবাল বাতাসে ওরে বনদু
ছাড়িয়া না যাস মোরে
বনদুর বাড়ী হইলো হলদী বাড়ী
আসপে বনদু সকাল করি
পুবাল বাতাসে ওরে বনদু
ছাড়িয়া না যান মোরে।

বনদুর বাড়ী হইবে নদীর পারে
আসবে বনদু নউকায় চড়ে
পুবাল বাতাসে ওরে বনদু
ছাড়িয়া না যান মোরে

॥ ৯২ ॥

বনদু আমাক ভুলি যাইও না
আইসো বনদু বইসো কাচে
হাত দিওনা ডালিম গাচে.
পাইকলে ডালিম তোমায় দেবো
অইন্নো কারো দেবো না,
বনদু আমায় ভুলি যাইও না ॥

॥ ৯৩ ॥

বনদু ধন কি ধন রে
এতই গোসা কি তোমার শরীলে
বাপো মাও মোরময়া ছাড়া
বেচেয়া[১] খাইলে ছোটতে
যৈবোন ঢোলে মোর পুবাল বাতাসে।
দ্যাকিতে দ্যাকিতে খায়া কাপোড়
শনিবারের দিন মাতায় কাপোড়
নাড়ির চ্যাংড়া গুলা করে হায়রে হায়।

১ বেচেয়া এই শব্দটি বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়। পূর্বকালে কনের পিতা পাত্রপক্ষের নিকট থেকে টাকা নিয়ে মেয়েকে বিবাহ দিতেন।

ভাত পানি নাহি খাব
তবু চ্যাংড়ার পাচোত ঘুরবো
সোনার শরীল মোর হইলো রে কালা।

॥ ৯৪ ॥

বনদুর বাড়ী শাল গাঁও
মুই নারী জলোত্ যাঁও
শাল গাচে ময়ূর পড়ে ঝাঁকে
সোনারে ধরিতে না দেয় ধরা
মোর নারীর কপাল পোড়া,
সদায়[১] উটে সোনা 'বন্দুর' কতা॥

শউল মাচ না খাওঁরে
মাগুর মাচ না খাওঁরে
বইল মাচের মুকে নম্বা দাড়ী
তুমি করো পরের চাকরী
মঁই ও হনু যুব্বা নারী
ক্যান গেইলেন আমারে ছাড়িয়া॥

বাপো মাও নিদয়া
বিয়া দিচে তোমাক দিয়া
সোনারে থাইকপার[২] না পাওঁ[৩] মুঁই
একলায় আন্ধার ঘরে॥

॥ ৯৫ ॥

বাইর হও বাইর হও রে
নবিজান আজ পতে
দ্যাকি যাঁও জনমের মোত॥
তোর নবিজানের মুক্কের হাসি
আমার গালাত[৪] পেমের ফাসিরে॥

দ্যাকিয়া তোর বুক্ক গোরা
তোর নাগিয়া গ্যালো শকের ঘোড়া রে॥

---

১ সব সময়, ২ থাকতে, ৩ পাইনা, ৪ গলায়।

দ্যাকিয়া তোর কমোর সরু
বেচাইলাম সউগ হালের গরু রে॥

সাস্তক[১] নবিজান তোমার হিয়া,
মোন বান্দিচো পাষাণ দিয়ারে॥

এ্যাতই যদি নবিজান ছিল মোনে
এ ময়া পাইলেন ক্যানে
এ্যাক আড়ি পানি হাতে
বাইর হয়া আটিচলেন[২] কদোম তলে রে॥

তোর নবিজানে একি হিয়া
মোন ভোলাইচো বিড়ি দিয়া রে॥

আইসো নবিজান বইসো কাচে
পাণ বুঝি যায় ফাসের দারে রে॥

যদি নবিজান হইবে[৩] হ্যান
পেমে ভাসাইলে আমায় ক্যানরে॥

এই কি নবিজান কতা রে ছিলো
পেম করি মরিতে হইলো রে॥

আমি মরি ফাসির দারে
তুমি ক্যান না চাও ফিরি রে॥

আইসো নবিজান কোতায় অইলে
মরোণ কালে দ্যাকো মোরে রে॥

দ্যাকিয়া তোর চান্দ মুক
মিটি যাইবে জনোমের দুক্ক রে॥

হায় আসাড়ু এই কি ছিলো
আমায় ছাড়ি কোথায় গ্যালো
আইসো আসাড়ু বইসো আমার কোলে॥

জজ সাইবের আগে বলে
ফাঁসি দেও আমার গলে
হবো আমি পতের সাতি॥

১ ধনু, ২ এসেছিলেন, ৩ এরূপ হবে।

দোষ নাই সে নেন্দুষি উপে
ফাঁসি দিলে তাহার গলে
উয়ার বদোলে দেও আমার গলে ॥

উয়ার গলে আমার গলে
দেও ফাঁসি মজবুত করে।

সে হয় আজা আমি আনি
পোজা হইলো গাংগের পানি,
হমোঁ আমি দেশান্তরী
না ছাড়িব তারে ॥

॥ ৯৬ ॥

বাচচা[১] মাঁইয়া[২]
সোনার চাদ
গরু দুইটা মোর
চাড়াত্[৩] বাঁদ
কাইল্কা হইবে
ট্যাপা মাচের গান

টেপা মাচে
গান করে
বাউল মাচে তার
টান ধরে
চান্দা মাচে
বাজায় খুনজরী।

বামরুল[৪] শালা
হইচে বরি,
গোমের জলপান
নিলে উড়ি
কান্দে চ্যাংড়া
. আইলোত্[৫] বসিয়া ॥

---

১ ছোট, ২ মেয়ে, ৩ গরুকে পানি খাওয়ানোর পাত্র বিশেষ, ৪ ঘূর্ণিবায়ু, ৫ আইল।

॥ ৯৭ ॥

বাড়ীর আগে পলোয়ারে[১] বাইগোন
ধিকি[২] ধিকি ঘলে মোর মনের আগুন
ছোট ননোদি ভাই ক্যানে তোর
বিদ্যাশে অইলো ॥

অবোলা সরোলা জাতি
আইনুচে ননোদি মোক
বিয়া করিবে।
ছোট ননোদি ভাই ক্যানে তোর
বিদ্যাশে অইলো ॥

আগে যদি জাইনুলাম হয়.
বিয়া করি সাধু বিদ্যাশ যায়
তে হইলে মরনু হয় সাধু
গলায় দড়ি দিয়াবে
ছোট ননোদি ভাই ক্যানে তোর
বিদ্যাশে অইলো ॥

॥ ৯৮ ॥

বাড়ীর কাচে তিস্তা রে নদী
সদায় ছাইলা কোলায় হে দ্যাকি
সদায় মোন মোর
বারে যাঁও বারে যাঁও করে,
ওরে নাইয়া ভাই ॥

নদীর পাড়ে ঘগোন হে মাজন
বাড়ীত আইলে কইন্যার
খোপার যত্তোন
সদায় মোন মোর
বারে যাঁও বারে যাঁও করে,
ওরে নাইয়া ভাই ॥

১। ছোট ছোট।

বাপো মায়ের এ্যমনি ময়া
নিবার[১] আইলে কয়
বাচচা রে[২] ছাওয়া,
চিরিল্[৩] শাড়ী মোর
বৈবোনেরো ভারে বে!

সদায়[৪] মোন মোর
বারে[৫] যাঁও বারে যাঁও করে,
ওরে নাইয়া ভাই!!

শ্বশুড় আইলো[৬] নিবার বুলে
ফিরি গ্যালো নদীর ঢেউ দেকে
সদায় মোন মোর
বারে যাঁও বারে যাঁও করে
ওরে নাইয়া ভাই!!

॥ ৯৯ ॥

বাড়ীর শোবা গাচ গাচালী
আইগ্‌নার[৭] শোবা হইলো চুলা
ঘরের শোবা শেতল পাটি
বিচনার শোবা হইলো নারী।

ঝড়ি পড়ে ইমি ঝিমি
নলেয়া বয় রে বাও
কাইনচায় হ্যান বনদু
ছুইনচায়া[৮] চাঙ্গিয়া বইসো।

কমরের কাটারি দিয়া
এ হাংগোড়[৯] কাটিয়া রে
মোকা চাপিয়া বনদু বইসো।

পইতানে আচে জলের ঝারি
পাও[১০] মারিয়া আইসো।

১ নিতে আসলে, ২ ছোট শিশু, ৩ ছিঁড়ল, ৪ সবসময়, ৫ বাহির হয়ে যাই, ৬ আসিল, ৭ আঙ্গিনায়, ৮ বাড়ির পিছনে, ৯ ঘরের ধার সংলগ্ন স্থান, ১০ পায়ে শব্দ না করে।

শিতানে আছে পানের বাটা
চুন তাকিয়া বন্দু খাইয়ো।
সোকায়[১] আছে গুড়গুড়ি হুকা
জল ফ্যালেয়া টানো।
বোগোলে আছে নিজ্রা সোয়ামী
গাও সারিয়া বন্দু শোতু।

॥ ১০০ ॥

বাণিজ বাণিজ করেন মোর পান সাদুরে
সাদু বাণিজের কিবা নিতি
তোমরা যাইবেন দূর দ্যাশে রে
সাদু আমার পরাণ কান্দে।

লাউ কুটিনু ঘুচি ঘুচি রে
সাদু চালে বা থুইয়া[২] দাও।
বিয়ার আইতে মাকচোঁ[৩] হলুদ রে
সাদু এ্যালাও[৪] গোঁদায়[৫] গাও রে।
তুমি না যাইবেন সাদুরে
সাদু আমারে ছাড়িয়া
কেমন করি থাকপো[৬] ঘরে রে
সাদু তোমায় না দ্যাকিয়া।

যদিল সাদু বাণিজ্জে যাও
তোমার ছোট্ট ভাইয়োক
সাদু সাতে ন্যাও
ওসে নিদান কালে
আউগিয়া[৭] দিবে মাতা।

দাড়ি মাজি ষোল জোন,
আপনি ধরেন নাওয়ের হাইলো রে
নিজ হাতে বান্দেন নাওয়ের গুড়া,

১ ঘরের ভিতর দরজার নিকবর্তী স্থান, ২ রেখে, ৩ মেখেছি, ৪ এখনও, ৫ গন্ধ করে, ৬ থাকব, ৭ পেতে।

পান সাদু রে ....
থাকো থাকো অইনারে নিলা
থাকোরো রে বসিয়া
মা জনোনী আচে ঘরে
থাকো নিলা তাহারে দ্যাকিয়া রে।

ঘরে আচে ছোট্টরে ভাই
নিলা তোমার দেওর সেই
তাকে[১] দ্যাকি থাকেন দুই মাসো রে।
ঘরে আচে ছো'ট্টরে বইন
ও নিলা তোমার ননোদ সে
তাকে দ্যাকি থাকেন চাইর মাস রে
ও পান সাদু রে ....
ও তুই দূরের বাণিজ করো খ্যামা রে
তোমার না বুড়া মাও
ও সে দুই দিন পরে
যাইবে যমের ঘরে রে।

ও পান সাদু রে ....
ও তুই দূরের বাণিজ করো খ্যামা[২] রে
তোমার না ছোট্ট ভাই
ও নারে পান আমার দেওর[৩] সেই
সে দুদিন পরে
যাইবে গাবী[৪] চরাইতে।

ও পান সাদু রে ....
ও তুই দূরের বাণিজ করো খ্যামা রে

তোমার ছোট্ট রে বইন
সে দুই দিন পরে যাইবে পরের বাড়ীতে
ক্যামন করি যাইবেন সাদু
আমারে ছাড়িয়া রে।
ও পান সাদু রে ....
ও তুই দূরের বাণিজ করো খ্যামা রে!

১ তাহাকে ২ বন্ধু, ৩ দেবর, ৪ গাই।

না দ্যাকি তোমার মুক
আই না রে সাদু যাবো মরিয়া রে !

ও পান সাদু রে .. .. ..
ও তুই দুরের বাণিজ করো খ্যামা রে।
যে জনের যুববা[১] নারী
সে বিদ্যাশের বাণিজ দিবে ছাড়ি রে
কেমন করিয়া যাইবেন সাদু
বিদ্যাশে চলিয়া রে .. ..
ও পান সাদু রে !
ও তুই দূরের বাণিজ করো খ্যামা রে !!

॥ ১০১ ॥

বিদাইশা বনদুরে
পাংকা হেলেয়া দে মোরে
পাংকারে ঠাণ্ডা বাও
হালে মাঁজা চোলে গাও রে।

বিদাইশা বনদুরে
পাংকা হেলেয়া দে মোরে।

পাংকারে নক্‌সা কাটা
সোনা বনদুর ধরি গলা।

বিদাইশা বনদুরে
পাংকা হেলেয়া দে মোরে
পাংকায় চেকোন বাতি
বন্দুর সনে এই পিরিতি
বিদাইশা বনদুরে
পাংকা হেলেয়া দে মোরে।

পাংকারে ঝালোর নাগা
সোনা বনদুই দিলো দ্যাকা।

বিদাইশা বনদুরে
পাংকা হেলেয়া দে মোরে।

---

১ যুবতী।

॥ ১০২ ॥

বিদ্যাশে অইলে সোনার বনদুরে।
শুতিয়া সপ্পনে দ্যাকি
বনদুব কোলে শুতিয়া আচি
বিচনা হাসতেয়া[১] দ্যাকি
বনদু নাই মোব কোলে রে—
বিদ্যাশে অইলে সোনাব বনদুবে।

পন্তে[২] দেকি মবাব মাতা
মোনে ওটে বনদুব কতা
না জানোঁ[৩] সোনাব বনদু
আচে কিবা হালে[৪] রে
বিদ্যাশে অইলে সোনার বনদুবে।

॥ ১০৩ ॥

বিযাইন হামার বাড়ীত
গেইলেন হয়
দিন চারি পাচ বিয়াইন
থাকিয়া আইলেন হয।

বিয়াই কোতো দিন হাতে[৫]
যাবার চাওঁ
কামেব জয়ে বিয়াই
যাবাবে না পাঁও॥
বিযাইন হামাব বাড়ীত .. .. আইলেন হয়॥

ও বিযাই
হাতে নাই মোর
হাত বালা, পেদোঁনের[৬] কাপোড়
বিয়াই সেও হইল কালা।

১ বিছানা হাতড়াইয়া দেখি, ২ পথে, ৩ না জানি, ৪ কি অবস্থায় আছে, ৫ হতে ৬ পবনেব।

বিয়াইন
হাতে দেইম তোর হাত বালা
গলাতে দেইম বিয়াইন চন্দ্রোমালা।

বিয়াইন হামার বাড়ীত
গেইন হয়
দিন চারি পাচ বিয়াইন
থাকিয়া আইলেন[১] হয়॥

॥ ১০৪ ॥

বুক্কের[২] ওপোর কিগো মামী
বুক্কের ওপোর কি?
তোমার মামা কইরবে খেলা
নাটিম[৩] কুন্দেচি॥

ভাগিনা গাবী দোয়া দে।
নাবীর[৪] কাচোত কিগো মামী
নাবীর কাচোত কি?
তোমার মামায় কইরবে খেলা
ডিগি দিয়াচি॥

ভাইগনা গাবী দোয়া দে।
তোমার ডিগিত[৫] কতো পানি মামী
নামিয়া দ্যাকি।
আমার ডিগিত ভাইগনা কিসোক নামিতে চাও
চইত্[৬] বৈশাক মাসে ভাগিনা
চউড়ে না[৭] পায় থাও॥

আশ পরোশের গাই[৮] দোয়াইতে মামী
নিচি[৯] আনা আনা,
তোমার গাই দোয়াইতে মামী
খুলবো নাকের সোনা॥

১ আসলেন, ২ বুকের উপর, ৩ লাটিম তৈয়ার করেছি, ৪ নাভীর নিকটে, ৫ দিঘীতে, ৬ চৈত্র বৈশাখ মাসে, ৭ লগিও পাবাও নাগাল পাওয়া যায় না, ৮ পাড়া প্রতিবেশীর গাই দোহন করতে, ৯ নিয়েছি।

আমার বাড়ীত যাইও ভাগিনা
বইসপার দেঁমো পিড়া
জলপান খাবার দোঁমো
শালী ধানের চিড়া ।।

না চাই তোমাব খই মামী
না চাই টেংগা দই,
বুকেব উপব লাউ ধরিচে
তাকে পাইলে নই ।।

ভাইগনা গাবী[১] দোয়া দে ।।

॥ ১০৫ ॥

বুড়াটার জ্বালাতে মনু হে সই
বুড়াটাব জ্বালাতে মনু ।
ওরে তৈল মাকাইলাম
চান করাইলাম
চ্যাংড়া হবার আশে
কিসের বা কি চ্যাংড়া হইবে
খুকুত[২] খুকুত কাশে রে ।

বুড়াটার জ্বালাতে মনু হে সই
বুড়াটার জ্বালাতে মনু ।

আমের মউলে
গাংগের শউলে
বুড়াটাক খোঁয়ানু ভাত
এ নিশি পোরভাত হইলো
মোর গায়ে না দিলো হাত রে ।

বুড়াটার জ্বালাতে মনু হে সই
বুড়াটার জ্বালাতে মনু ।

১ গাই, ২ অতিরিক্ত কাশ ।

॥ ১০৬ ॥

ব্যালা ডুবিল
সইন্‌জ্জা[১] নাগিল রে
নাগোর জ্বলে
ঘিউয়ের[২] বাতি।

আন্দিয়া বাড়িয়া ভাতো রে,
নাগোর জাইগবো কতো আতিরে,[৩]
নাগোর আয় রে আয় ॥

মাউগ[৪] মরাটা
বইদ্যাশ ছাড়া রে,
নাগোর
আগুন নাগুক রে চালে
আইজ আইতে
পলেয়া[৫] যামোঁ রে।

নাগোর
সোনা বন্‌দুর দ্যাশে হে নাগোর।
হাত ভাংগিবো,
পাও ভাংগিবো রে নাগোর
ডাংগেয়া ভাংগিম রে হাড়ি,
আইজা আইতে পলেয়া যামোঁ রে
নাগোর
সোনা বন্‌দুর বাড়ী রে নাগোর।

বন্‌দুর বাড়ী আমার বাড়ী রে
মইদ্দে খ্যাড়ের রে পালা,
তারে তলে থুইয়া[৬] আইলচো[৭] রে
চিড়া মাল ভোগ কলা রে নাগোর ॥

বন্‌দুর বাড়ী
যাবার বুলি রে নাগোর

১ সন্ধ্যা লাগল, ২ ঘিয়ের ৩ রাত্রিতে, ৪ স্ত্রী, ৫ পালিয়ে যাব, ৬ রেখে, ৭ এসেছি।

কাপোড় দিনু রে খাবে,
মোর মাইযাব কপাল পোড়া
লোক নিবাব আইলো
পবে[১] বে নাগোব,
নাগোব আয বে আয ।।

॥ ১০৭ ॥

ভাগিনা রে তোব
সবাব ভালো নয
ভাইগনা গ্যালো
গাই দোয়াইতে
মামী গ্যালো তার
বাচুব ধরতে গো,
গাইয়েব বুকোত দুদ না পায়
মামীকে দোয়াইতে চায,
ভাইগনা রে তোর
সবাব ভাল নয ।

ভাইগনা গ্যালো কাটোল[২] পাইড়তে
মামি গ্যালো তাব
সাতে সাতে গো
কাটোল পাড়িয়া ভাইগনায
আটা মোচে[৩] মামিব গায ।
ভাইগনা বে তোব
সবাব ভাল নয ।

মামি গ্যালো চান কবিতে গো
ভাইগনা যায তাব
পাচে[৪] পাচে গো,
চান কবা বন্দ থাকিযা

১ স্বামীকে এখানে পব বলা হযেছে, ২ কাঁঠাল, ৩ আঁটা বাখে, ৪ পিছনে পিছনে ।

কাদো নাগায়[১] মামির গায়
ভাইগনা রে তোর
সবাব ভালো নয়।

॥ ১০৮ ॥

ভালোয় হইলো বুড়ার ব্যাটি
তোর যেন নাগাইল[২] পানু
তোব ব্যাটায় না নিচে মাচরে।
ও তার ধান বুলিয়া আনু
তোর ব্যাটায় না নিচে মাচরে॥

নাই ন্যায় মোর ব্যাটায় মাচ,
নাই মানে তার ধান রে
নাই মনে তার ধান।
কোন জাগাত না নিচে মাচরে
ও তার দ্যাকাও পরিমাণ,
কোন জাগাত্ না নিচে মাচরে॥

হাত ধরিয়া বুড়ার ব্যাটাক্
নিয়া গ্যালো গইল ঘরের পাচেরে
গইল ঘরের পাচে॥

এই জাগাত্ না নিচে মাচ রে
ও তার ক্যালনা হালি আচে।
এই জাগাত্ না নিচে[৩] মাচরে॥

॥ ১০৯ ॥

মাতায়[৪] দ্যাকোঁ[৫]
চেংড়ির মটুক চুল,
গাল দুকনা চেংড়ির
শরিষার ফুলো রে,

---

১ ল্যাথায়, ২ দেখা পেলাম, ৩ নিয়েছে, ৪ মাথায়, ৫ দেখি

যৈবোন দুকনা চেংড়ির
অতি সোন্দর রে ॥

নদীত্ গেইলে কইন্যার
ঘসোন[১] মান্জোন
বাড়ীত্ আইলে কইন্যার
খোপার যত্তোন রে।

সইন্দা[২] নাইগ্লে হয় তাঁই
গেন্দা ফুলের মোতন রে,
যৈবোন দুকনা চেংড়ির
অতি সোন্দর[৩] রে ॥

॥ ১১০ ॥

মুই গড়ই মাচ না খাঁও রে
শউল মাচো না খাঁও রে।
বইল মাচের মুকে লম্বা দাড়ি—
কি সোনারে, ক্যামোনে থাকিস মুই
অল্পো বয়সের আড়ি[৪] ॥

বাপো মাও নিদয়া
কতই থাকিম সয়া,
কি সোনারে দোপোব আইতে
ডাকাওঁ তোবে।
না আসিস্ ক্যানে?

বাপ মাও হইলো বয়ি
সংসারে ফ্যালাইম মুখপুড়ি
দ্যাশ ছাড়ি যাই
হামরা[৫] বইরাগী।

কি সোনারে ক্যামোনে থাকিম মুই
অল্পো বয়সের আড়ি ॥

১ গা পা প্রক্ষলন, ২ সন্ধ্যা লাগলে, ৩ সুন্দর, ৪ বিধবা লোক, ৫ আমরা

কি সোনারে পিরিত কল্লে তার
গাচতলায় বসোতি ।।

বাড়ীর কাচে বটের গাচ
জংগোলে ঘিরিয়া নীচে,
আইসেন[১] সোনার বন্দু
আইত দোপোরে[২] ।।

মুই নারী দুক্কিনি
তুষের আগুন মাতে,
বারেয়া যাওঁ বুজি
বইরেগীর সাতে।

কিসের মোর খাওয়া
কিসের মোর নাওয়া
যৈবোনের জ্বালা হইলো বড়।

ব্যামোন নুনোত তরকই[৩] জ্বাগে
অই মোতোন মোনের আগুন ঘলে ।।

কি সোনারে ক্যামনে থাকিম মুই
অলপো বয়সের আড়ি।

।। ১১১ ।।

মোর নারীর মোনে হইলো
পন্তের[৪] ব্যালা দোপোর[৫] হইলো
স্বামী বুঝি গেইচে[৬] মোর
হাল ধরিবারে ।।

ওকি ওরে নিদারুণ ব্যারাম
স্বামীকে ধরিলু রে
মোকে কল্লু তুই
কান্‌চা চুলের[৭] আড়ি ।।

---

১ আসেন, ২ দুপুর রাত্রে, ৩ তরকারী, ৪ পথের বেলা, ৫ দুপুর হল, ৬ গিয়াছে, ৭ অল্প বয়সে বিধবা।

পন্তেব ব্যালা দোপোর হইলো
মোর নাড়ীর মোনে হইলো
স্বামী বুঝি গেইচে
মাচ মারিবারে ॥

কাটারি ধার দিয়া
পন্তের দিকে[১] অনু চায়া
স্বামী ধন মোর
না আইলো[২] ফিরিয়া।

ও কি ওরে নিদারুণ[৩] ব্যারাম
স্বামীকে ধরিলু রে
মোকে কল্লু তুই কান্‌চা চুলের আড়ি ॥

॥ ১১২ ॥

মোর বনদু আকাটা[৪]
ডাং দিয়া ফাটাইল মাতা
ফাঁসি হইলো জজের বিচারে।

আমি যাবো জজের কাচে
জজ ব্যাটারে কি ভয় আচে
আইনমোঁ[৫] বন্‌দুক
আপেল করিয়া ॥

॥ ১১৩ ॥

মোর বন্‌দু এ্যাকেলা
গরু দুকনা কাজেলা
হাল বয় বনদু,
বড়ো দোলার মাজে
মুই নারী কদোমের
ডাল ভাঙ্গিয়া ধরোঁ রে
কার হাতায়[৬]
পটামোঁ[৭] বন্‌দুর গুয়া ॥

১ পথের দিকে চেয়ে রইলাম, ২ ফিরিয়া আসল না, ৩ ভীষণ রোগ, ৪ অত্যন্ত রাগী, ৫ আনব, ৬ কার দ্বারা ৭ পাঠাব।

॥ ১১৪ ॥

মোর বন্দু শামরায় রে
এ বাশী বাজেয়া[১] যান রে
তকোন আমি আঁন্দিতে বসি
অইনা পাকো[২] ঘরে রে।

মোর বন্দুর শামরায় রে
এ ঘোড়া দাবড়াইয়া[৩] যান রে
তকোন আমি গইল ঘরার[৪] পাচে[৫] খাড়া রে।
আমি নারী বসিয়া দ্যাকি তোরে।

মোর বনদু শামরায় রে
যকোন আমি আন্দিতে বসি
তকোন তুমি বাজাও বাশী
শুকনা কাষ্টের খড়ি
ছ্যাকা[৬] দিয়া নিবিয়া রে
ধুমার ছলে বসি বসি কান্দি
মোর বন্দু শামরায় রে
এ ছাইকোল[৭] দাবড়েয়া যান রে
বাতাসের ছলে আমি
তোমায় চায়া দ্যাকি রে।

॥ ১১৫ ॥

যকোন ছিনু অকুমারী
তকোন ছিনু ভালো,
বানিয়ার সেদুর কপালোত্ দিয়া
আমার ভাইবুতে জনোম গ্যালো ॥

যকোন করিলাম পিরিত
ভাংগা ঘরে শুতিয়া,
আশ পরশীর মাতা খাও
তারায় দিল কয়া রে।

১ বাজায়ে, ২ রান্নাঘরে, ৩ তাড়াইয়া (ঘোড়ার পিঠে চড়ে), ৪ গোয়াল ঘরের, ৫ পিছনে, ৬ কাপড় পরিষ্কার করার জন্য জ্বাল দেওয়া পানি, ৭ সাইকেল।

যকোন করিলাম পিরিত
আটিয়া কলার থোপে
এ্যালা ক্যানে ছাড়িয়া গেইলেন
বন্দু মাগ মাসিয়া শীতে[১] রে।

যকোন করিলাম পিরিত
সরিষার মাতায় ফুল
এ্যালা কেনে মোক ছাড়িয়া গেইলেন,
মারিয়া জাতিকুল ॥

যকোন করিলাম পিরিত্
তাল গাছের তলে
মোর ভেজে মাথার ক্যাশ
গামছা পাড়ো[২] তলে রে ॥

॥ ১১৬ ॥

যাইয়ো যাইয়ো সোনার বনদু
না করিয়ো ভয়
ঘন কলা উচা ভিটা অই বাড়ী হয়।
বনদু যাইয়ো ....
ও সোন্দোরী ও
তোমার শশুর বা ক্যামন হয়?
আচে শশুর মোর সেও কানা
সইন্জা[৩] নাগলে[৪] যায় তাঁই গইলের কোণা।
বনদু যাইয়ো ....
ও সোন্দোরী ও
তোমার ভাসুর বা ক্যামন হয়?
আচে ভাসুর মোর কাচারীর পাইক
যাইতে আসতে ঘটায়[৫] পোয়ায় আইত।
বনদু যাইয়ো।
ও সোনদোরী ও ....
তোমার দেওর বা ক্যামন হয়?

১ মাঘ মাসের দারুণ ঠাণ্ডায়, ২ বিছানু, ৩ সন্ধ্যা, ৪ হলে, ৫ রাস্তায়।

আছে দেওর মোর দুদের বালক
সাইনজা নাগলে যায় তাই মায়ের কোলোত্
বনদু যাইয়ো ....।
ও সোনদোরী ও
তোমার শউড়ী বা ক্যামন হয়?

আছে শাউরী মোর সেও সন্দান জানে
কলার খোপোত্ বন্দুক থুইয়া চাস্কা ধরি টানে।
বনদু যাইয়ো .... ।
ও সোনদোরী ও
তোমার ভাতার বা ক্যামন হয়?
আছে ভাতার মোর আদা পাগল
দিন মানে খ্যাদে বেড়ায় পাতারের ছাগোল
বনদ্ যাইয়ো।

॥ ১১৭ ॥

কইন্যা : যাইও সোনার বন্দু
যান হামার বাড়ী!!

বন্ধু : কোন্ সাকিনে বাড়ী তোমার
আমিতো জানি না,
বাড়ীর ঠিকানার কতা কইন্যা
কহ ভাঙ্গিয়া!!

কইন্যা : ও বন্দু—
কান্দির হাটের পুবের বাড়ী,
বাড়ীটা হইলে খ্যাড়ের[১] চউয়ারী
বাড়ীর বোগলোত[২] আছে একটা
ছোটকুড়া[৩] নদী।

যাইও সোনার বন্দু
যান হামার বাড়ী!!

১ খড়ের, ২ নিকটে, ৩ ছোট একটি পানির খাল।

বন্ধু : ও কইন্যা—
তোমার বাড়ীত্ আচে কাই[১]
সেই কতা ভাঙ্গিয়া কন
হোমড়া নাটির[২] ডাংগের চোটে
যদি কমোর ভাঙ্গিয়া দেন।

কইন্যা : ও বন্দু—
বাড়ীত্ আমার কাঁইয়োঁ নাই[৩]
আচে এ্যাকটা পাগলা ভাসুর,
তোমাক দেইকলে[৪] তাঁই
কিচুই কবার নয়[৫]
যাই ও সোনার বন্দু
যান হামার বাড়ী !!

॥ ১১৮ ॥

শইষরের ব্যাটা সোনার দেওবা রে
ভয় নাই রে তোরে।
কলার থোপোত[৬] ভুলকি দিয়া
মাইর খিলাইস্ মোরে।।
সলকি আইতে[৭] আইস্পার মানা
আলু জোনাকি[৮] আইতে,
গইলোত্ থাকি পানিয়া মরা
দ্যাকিল রে তোরে।।
সদায় কওঁ জোনাকী আইতোত্
আইসপার[৯] তোর মানা,
মানা ফ্যালেয়া আসিয়া বন্দু
পিরিতিত দিলু হানা।।
গাচের গোড় কাটিলে য্যামোন
নাহি নাগে জোড়া।

১ কে, ২ শক্ত লাঠির, ৩ কেহ নেই, ৪ দেখলে, ৫ কিছুই বলবে না, ৬ কলা গাছের মধ্যে, ৭ জ্যোছনা রাত্রিতে, ৮ জোছনা রাত্রি, ৯ আসার।

সোয়ামী[১] বরি হইলো
পিরিত না নাগে জোড়া ॥

॥ ১১৯ ॥

শাক তুলিবার গেনু দিদি বড় ঘরের পাচে
কিরা সাপে কামোড় দিলে দিদি
ঢালুয়া খোপার মাজে রে
এ্যাতই গোসা ক্যানে মোর পান বন্‌দু রে ॥

ওঝায় ঝাড়ে কইবরাজে ঝাড়ে
ঢেকিয়ার আগাল্[২] দিয়া
মুই নারীটা ঝাড়ো বিষ
ক্যাশের আগাল দিয়া রে
এ্যাতই গোসা ক্যানে মোর পান বন্‌দু রে ॥

বোনোত ফোটে বোন কাপাসি
দিদি দোলাত্ ফোটে হোলা
দখনা নাইয়ায় গান করি যায়
দিদি বন্ধুয়ার মোত গালা রে
এ্যাতই গোসা ক্যানে মোর পান বন্‌দু রে ॥

॥ ১২০ ॥

শুক ছেড়ি তুই
যাইস্ হামার বাড়ী
তোরে জইন্যে
আনিয়া থুইচোঁ[৩]
অংমালা[৪] শাড়ী ॥

না ন্যাদাওঁ[৫] তোর
শাড়ীর মাতাতে
ড্যাস্কো[৬] ভরা আছে ট্যাকা
কোন কাজে নাগে ॥

---

১ স্বামী, ২ আগা, ৩ রেখেছি, ৪ চোখ ঝলসানো শাড়ী, ৫ লাথি দেই না, ৬ বাক্স ভরা

শুক ছেড়ি তুই
যাইস্ হামার বাড়ী
তোব জইয়ে
আনিয়া থুইচোঁ
ছাপোন[১] এ্যাক শাড়ী
না ন্যাদাওঁ তোর
ছাপোনের মাতোতে
ভাতাবোক্[২] কইলে
হাউসে হাউসে
আনিয়া রে দিবে ॥

॥ ১২১ ॥

শোন গো আদা তোমায় বলি
এ্যাকলায়[৩] জল বুলি ক্যান যমুনাত্ গ্যালি!

তোমার নন্দেব ব্যাটাব সংগে ন্যাটা
তাঁই চিতে দিচে কালি।

বাশিব স্থরে আয়না ঘুরে
ওরাই আমায় কল্লে চাতুবী ॥

দ্যাক যোবোতি কি হইবে গতি
পরার[৪] সাতে পেম কচেচ।
অংগে কচেচা বাহার—

এ্যাদান যৈবোন থাইক্পার নয় তোর
শ্যাষে হইবে হলদী ব্যাচা[৫] সার ॥

॥ ১২২ ॥

শ্যামের বাঁশী রে!
কুলের বাইর কল্লে আমারে!
কালো ছোড়া কল্লে আমারে!

১ সাবান, ২ স্বামীকে, ৩ একা, ৪ পরের সঙ্গে, ৫ ভীষণ দুর্গতি হবে

কালা ছোড়া বাওরী অওলা—
না জানে পিরিতির খেলা—
ও শ্যামের বাশী রে ..... কুলের বাইর কল্লে আমাবে।

যকোন আমি আদোনে বসি;
তকোন কালা বাজায় বাশি।

ও বাশীরে, ভিজা কাট চউকায়[১] দিয়া,
ধুমার[২] ছলে কাঁন্দি।

বাশীতে ভরেয়া মদু
বাইর করো কুলোবদু
বাশীতে ভরেয়া গান
বাইর করো সোনার চাঁদ
ও শ্যামের বাঁশী রে॥

॥ ১২৩ ॥

সকিন চেংড়িটার[৩]
গুয়া পান কাটে
অসিক চ্যাংড়াটার[৪]
পরান ফাটে
অই চেংড়িটাক
দিয়া দাদা
বিয়া দে মোরে।

ছাইকোলের মোত কইন্যা
আগ দিয়া গেলু
চড়োক পড়ার মোত
কইন্যা ধন্দো নাগালু।

॥ ১২৪ ॥

সকিন চেংড়িটা
বিয়ার ঘটোক্ আইল্চে[৫]
বিয়া হইবে অই চেংড়িটার

১ উনানে দিয়ে, ২ ধুঁয়া, ৩ মেয়েটার, ৪ ছেলেটার, ৫ এসেছে।

বেশশদ্বারের[১] আইতে,
মুকে কাপড়া দিয়া চেংড়িটা
মুচকি মারি হাসে ॥

চেকোন কালা অসিক চ্যাংডা
মাষ্টারি করে
মাতায় টেড়িয়া সিতা
ভাতার হইবে মোবে ॥

সকালে যাইবে পতি মোর
এস্কোল[২] পড়াইতে,
তামান[৩] দিনে ব্যাড়াইম মুই
সিতা কাটায়ে।
ভালো চ্যাংড়া পাইলে কতা
কইম নেরোলে ॥

অই চ্যাংড়াটার হালের গরু
নাই গইলোত
অই চ্যাংড়িটায় বিয়া কল্লে
না হইবে মোক গবোর ফ্যালাইতে,
ঠ্যাংগের ওপোর ঠ্যাং ফ্যালে
মুই থাকিম[৪] বসিয়ে ॥

অই চ্যাংড়ার চলোন কোনা
আলেয়া[৫] হইবে,
মোক নিয়া চ্যাংড়ায় কতো কতা কইবে
বিচনাত্ শুতিয়া[৬] চ্যাংড়ার গাও গোন্দাইবে[৭]।

মুইয়ো হনু য্যামোন নারী
ভাতার[৮] হইলো তেমনি
টেড়িয়া সিতা[৯] কাটেয়া বেড়াইম
মুই এ বাড়ী ও বাড়ী ॥

১ বৃহস্পতিবার, ২ স্কুলে, ৩ সমস্ত, ৪ থাকব, ৫ রসিক, ৬ শুয়ে, ৭ সুবাস করবে, ৮ স্বামী, ৯ মাথার সিঁথি কেটে।

॥ ১২৫ ॥

সকি রে—
হালকা[১] মানজা[২]
দেগোল[৩] ক্যাশে
পাগোল করিলেন
চেংগোড় বয়সে ॥

চারা গাচে ডালিম ধরে
হায় মোর সকি—
অসের[৪] ভরে হালিয়া পড়ে।
হায় মোর সকি
পাগোল করিলেন
চেংগোড় বয়সে ॥

সোনা ভাংগিলে
সোনা গলে
হায় মোর সকি
পিরিত ভাংগিলে
দুই চৌউক[৫] ঝোরে।

বাড়ীর কাচে মাল ভোগ কলা
হায় মোর সকি
পিরিত ভাংগিলে
সেই দ্যান[৬] জ্বালা ॥

॥ ১২৬ ॥

সগল[৭] ফুল ফুটিলো দাদারে
না ফুটিলো ব্যাল,
ছয় মাস হইলো পতি মরিবার
মাতায় নাই দ্যাওঁ ত্যাল!
পান পিয়া সকি,
পাচা আইতে মারিয়া গ্যালরে নদী।

১ পাতলা বা চিকন, ২ কোমর, ৩ লম্বা, ৪ রসের, ৫ চোখে পানি আসে, ৬ সেইরূপ, ৭ সব।

সগল ফুল ফুটিলো দাদারে
না ফুটিলো হোলা,
ছয় মাস হইলো পতি মরিবার
যৈবোন অইলো মোর তোলা।

পান পিয়া সকি,
পাচা অইতে মারিয়া গ্যালরে নদী।

আমি কি জান্‌তেম সকি
তোর বন্‌দুয়া চোর
তে হইলে কি কি দিতাম জাগা
সেন্দুকের ওপোর।

পান পিয়া সকি,
পাচা অইতে মারিয়া গ্যালরে নদী!!

॥ ১২৭ ॥

সালার দোতরা
মোকে কল্লু তুই দ্যাশরে ছাড়া।

দোতরা বাজাইলেন চ্যাংড়া
আস্‌তায় বসিয়া—
পরের দিন কান্দিচোঁ চ্যাংড়া মুই
মাতাত্‌ হাত দিয়া।

মোর চ্যাংড়া বন্‌দুর মোন
মোর চ্যাংড়া বন্‌দুর মোন
তোমার জইন্যে আকচোঁ মদ
করিয়া যত্তোন।

গান করিবার গেইলাম রে ভাই
নাউয়ার হাটোতে—
সোন্‌দোর এ্যাক কইন্যা ছিলো সেই জাগাতে
দোতরার ডাংগোতে চেংড়ি বাইর হয়া আইসে।

মোর চ্যাংড়া বন্‌দুর মোন
মোর চ্যাংড়া বন্‌দুর মোন

তোমার জইন্যে আকচোঁ মদু
করিয়া যত্তোন।

ও চ্যাংড়া বন্‌দু ধন
ব্যাজার ক্যানে তোমার মোন
আইসেন বনদু সইন্দার রে সোমায়।

মোর চ্যাংড়া বনদুর মোন
তোমার জইন্যে আকচোঁ[১] মদু
করিয়া যত্তোন।

আইসেন বনদু জলদি করি
বুড়ার ব্যাটা নাইরে বাড়ীত্
আইসেন বনদু খানকায়[২] চলিয়া।

মোর চ্যাংড়া বন্‌দুর মোন
তোমার জইন্যে আকচোঁ মদু
করিয়া যত্তোন।

॥ ১২৮ ॥

সোনার নাইয়া
ভাবের 'বনদু' মোর
গেইচে ছাড়িয়া রে।

কি বান মারিলে
নারীর হৃদয় চাহিয়া।

যে নাইয়ায় করিবে পার
তাকে দেইম মোর গলার হার।

সোনার নাইয়া
ভাবের 'বনদু' মোর
গেইচে ছাড়িয়া রে।

এলুয়া কাশিয়ার ফুল
নদী হইলো কানাই হুলাস্তুল[৩] রে
যদি বন্‌দুর নাগাইল[৪] পাওঁ

১ রেখেছি, ২ বাহির ঘরে, ৩ ভীষণ অবস্থা, ৪ দেখা পাই।

ছাড়িয়া দিবার[১] নওঁরে
সোনার নাইয়া
ভাবের বন্‌দু মোর
গেইচে ফাকী দিয়া রে !!

আগে যদি জানতাম বন্‌দুরে
যাইবেন ছাড়িয়া
কোলের ছাওয়া ফ্যালে দিয়া
আকিতাম[২] বান্দিয়া রে !!

॥ ১২৯ ॥

সোনার বন্‌দুরে
আশার বাসা না ভাংগেন মোরে।

আগে যদি জানতাম হে বন্‌দু
যাইবেন হে ছাড়িয়া
আমার মাতার বেনী দিয়া বন্‌দু
আকিতাম বান্দিয়া রে,
সোনা বন্‌দু রে
আশার বাসা না ভাংগেন মোরে॥

খোপের[৩] বাস কাটিয়ারে রে বন্‌দু
নদীতৃ দিনু বানা
তুই বন্‌দু আসিবার বইলে[৪]
নাইয়োর করনু মানা রে,

সোনা বন্‌দু রে
আশার বাসা না ভাঙ্গেন মোর॥

॥ ১৩০ ॥

হাল ছাড়িয়া আনু[৫] বাড়ীতৃ
চাড়াত দ্যাকোঁ নাই পানি
মাতা উটিল মোর ফররাতৃ[৬] করিয়া।

১ দেব না, ২ রাখতাম, ৩ বাঁশ বাগানের বাঁশ, ৪ আমায় কথা দেওয়ায়, ৫ এলাম, ৬ ভীষণভাবে মাথা ধরা।

নাংগোল জোমাল[১] ফ্যালে থুইয়া
হালুয়া[২] পেল্টি হাতোত্ নিয়া
মারো ছেড়িটাক্ কাইঞ্চাত ধরিয়া
ভাং যকোন এ্যাক[৩] তাওশি হইলো
বাপের বাড়ীতে পলেয়া[৪] গ্যালো
কান্দে চ্যাংড়া মাতাত্ হাত দিয়া ;
আর যদি মারোঁ তোক
বুড়া ঝাটা নাগাইস্ মোক
চল চেংড়িটা সংসার ভাসি যায় ।

মোক মারলু ভালোয় করলু
তোক না দেইম আর খাইতে
আঁটো[৫] করিয়া বিচনা পাড়ি
পাও ধরাইম[৬] তোক আইতে ।

॥ ১৩১ ॥

হীরামোন মাণিক আজা রে
খবরিয়ায়[৭] দিচে খবোর
আজার বিদ্দমান ;
তোমার বাজারে আইল্চে[৮]
আজা সোনদোরো[৯] মইশান ।

সে কথা শুনিয়া আজার
হইলো আনোন্দিত মোন,
হাতির পিটোত্[১০] হাউদা বান্দিয়া
আইনা রে আজা করিচে গমোন ॥

উজির নাজির নিলো আজা
চৌদল সাজেয়া
মইশানোক সাথে নিয়া ॥

বাজারের কাচোত্ যায়া
আজা চাইর পাকে[১১] চায়
পূবের সূজ্জ উঠছে যায়া

১ জোঁয়াল, ২ গরু তাড়ানোর লাঠি, ৩ মারের উপর মার, ৪ পালায়ে, ৫ ছোট, ৬ ধরব, ৭ সংবাদ বাহক, ৮ এসেছে, ৯ সুন্দর, ১০ পিঠে, ১১ চতুষ্পার্শ্বে ।

মাইশান আনীর পায়
মোচ বেচায় মইশান আনী
তোর মাচের কতো পোন
উইয়ের[১] হালি নও নও আনা
কাতোলের ষোলো পোন ।।

মাচ বেচায় মাইশান আনী
মাচের খারি মা'তে
সোনার গায়োত্ পড়েরে মইশান
মাচেরো অ-সানী[২] বে !
মাচ বেচায় মইশান আনী রে ।।

মাচ বেচায় মইশানের আনী রে
মাতো মাচের খারি
মাচের দোকান বন্দো[৩] আকি
চলো হামার বাড়ীরে ।।

তোমায় করবো আমি
সাদের সোয়াগিনী
তোমার এ্যাত সোন্দর উপ
ভুলবার না পারি রে !!

যাইবেন কিনা যাইবেন আনী
কও তো ভাংগিয়া
তোমার হস্তে আজ সিংহাসন
দিলাম সপিয়া রে !!
এদ্যান[৪] সোন্দোরো মাইশান
ভাতার ক্যানে তোর কালো
সে ভাতার[৫] ছাড়ি ওহে মাইশান
আমার সাতো চলো
হয় না পুড়িয়া ভাতার কালো
বলি যে তোমারে,
তোমার থাকি[৬] সেই ভাতারে
শত গুনে ভালো রে ।।

---

১ রুইয়ের, ২ রাগ, ৩ বন্ধ রেখে, ৪ এরূপ, ৫ স্বামী, ৬ তোমার চেয়ে।

আজা হয়া চাও তুমি
ম-ই শানেরো নারী
তোমার মত হতভাগা
কাঁই[১] আচে সংসারে রে ।।

১ কে আছে।

সংগ্রহ পরিচিতি

যাঁদের কাছ থেকে ভাওয়াইয়া গানগুলো সংগ্রহ করা হয়েছে, তাঁদের নাম ও ঠিকানা নিম্নে দেয়া হল :—

ক্রমিক নং	নাম	সংগৃহীত গানের ক্রমিক সংখ্যা
১।	মোহাম্মদ ফরমান সেখ গ্রাম-কাশদহ, ডাকঘর-নলডাঙ্গা জেলা—রংপুর।	৫,৭,৯,২২,৪১,৫৪,৫৯,৬০, ৬৮,৭৫,৯৩,৯৭,১০২।
২।	মোহাম্মদ আছান সেখ গ্রাম-বেল্‌কা, ডাকঘর-বেল্‌কা, জেলা—রংপুর।	৬,১৬,৪২,৫৫,৬১,৭৪,৮০, ৮৫,৯০,৯৬,১০১,১১৫,১১৯।
৩।	মোহাম্মদ মজির রহমান, গ্রাম-ঝিনিয়া, ডাকঘর-সুন্দরগঞ্জ, জেলা—রংপুর।	১২,২৬,৩৩,৪৩,৫১,৬২,৬৪, ৮৭,১১১,১১২,১২৫।
৪।	মোহাম্মদ আশফ তেলী গ্রাম-চরচরিতাবাড়ী, ডাকঘর-বজরাহাট, জেলা—রংপুর।	১,১০,১৪,৩৪,৩৬,৩৭,৪৮,৭০,৮৩, ৮৮,৯৪,৯৮,১১৩,১২৯।
৫।	মোহাম্মদ জামাল উদ্দীন গ্রাম—ক্যালনাবাড়ী, ডাকঘর-পূর্ণনগর, জেলা—রংপুর।	১৫,১৯,৪৪,৫৮,৯৫,১১০,১১১,১১৮, ১২০।
৬।	মোহাম্মদ মোদছের আলী গ্রাম—চরচরিতাবাড়ী, ডাকঘর-বজরাহাট, জেলা—রংপুর।	৪,১৭,৪৬,৮১।
৭।	মোহাম্মদ রহিম উদ্দীন গ্রাম—ডোমের হাট, ডাকঘর—সুন্দরগঞ্জ, জেলা—রংপুর।	৬৬,৭২,৮৪,১০৫,১০৭,১২৮।

ক্রমিক নং	নাম	সংগৃহীত গানের ক্রমিক নম্বর
৮।	মোহাম্মদ নবীর উদ্দীন গ্রাম—রামগঞ্জ, ডাকঘর—সুন্দরগঞ্জ, জেলা—রংপুর।	৩,১৩,১৮,২৮,২৯,৩২,৫২,৪৫,৪৭,৪৯, ৫০,৫৩,৭৬,৭৮,৭৯,৮২,৮৭,৯১,১০০, ১০৪,১০৯,১১৬,১২৪,১২৭,১৩০।
৯।	মোহাম্মদ হেলাল উদ্দীন গ্রাম—বেল্‌কা, ডাকঘর—বেল্‌কা, জেলা—রংপুর।	১১,২১,৩৮,৮৬,৮৯,১০৬,১২৬।
১০।	মোহাম্মদ আবুল হোসেন গ্রাম—বাজারপাড়া, ডাকঘর—সুন্দরগঞ্জ, জেলা—রংপুর।	৮,২৩,২৫,২৭,৩০,৭৩,৭৭,৯২, ১০৯,১২১।
১১।	মোহাম্মদ দবির উদ্দীন গ্রাম—সুবর্ণদহ, ডাকঘর—সুন্দরগঞ্জ, জেলা—রংপুব।	৬৩,৬৭,৬৯।
১২।	মোহাম্মদ আজগর উদ্দীন গ্রাম—বেল্‌কা, ডাকঘর—বেল্‌কা, জেলা—রংপুর।	২,২০,৬৫,৭১।
১৩।	মোহাম্মদ ইছাহক, গ্রাম—চান্নিরচর, ডাকঘর—বজরাহাট, জেলা—রংপুর।	৩১,৩৫,৪০,৯৯,১০২,১১৪।
১৪।	মোহাম্মদ পাচু মিয়া গ্রাম—চিলমারী, ডাকঘর—চিলমারী, জেলা—রংপুর।	৩৯,৫৬,৫৭,১১৭,১২৩,১৩১।